উৎসর্গ পত্রম্।

কীর্ত্তিসমুদ্ভাসিত সকলাশামণ্ডলস্থ বঙ্গ-

গণধুরিনস্থ প্রতীচিবিভাগস্থ সকল-

বিদ্যালয় পরিদ্রষ্টুঃ

শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক

মহোদয়স্থ করকমলকর্ণিকান্তরেষু

যত্নায়াসগ্রথিত মনঘ গ্রন্থমেতং গৃহাণ।

নষ্টচ্ছায়ং বিষয়রহিতং হীনসংবিদ্‌বিভূষং ॥

পাদাব্জে তে সকরুণমনা ভক্ত্যভিজ্ঞঃ

A

)LLECTION OF N

OF

SIX DISTINGUISHED I

(DOOLAL DEY, DR. DURGA CHURN BA-
RAJA RAMMOHUN ROY, JUSTICE DWAR-
NATH MITTRA, KESHUB CHUNDRA SEN
& ROY KRISTODAS PAL BAHADOOR.

BY

AMRITALAL BASU.

"History may be framed from permanent monuments and records, but lives can only be written from personal knowledge, which is growing every day less, and in a short time is lost for ever."

Dr. Johnson.

জীবনী-সংগ্রহ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

কলিকাতা—শ্যামপুকুর, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের
—বন্ধু যন্ত্রে, শ্রীহরিদাস মান্না কর্ত্তৃক
ও প্রকাশিত

18 cm.

বিজ্ঞাপন।

"জীবনী-সংগ্রহ" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা পাঠে পাঠকগণ রুষ্ট হইবেন, কি তুষ্ট হইবেন—তিরস্কার করিবেন, কি পুরস্কার করিবেন—জানি না। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই—যদি ইহা পাঠে একজনও প্রীতিলাভ করেন, যদি একজনেরও হৃদয়মুকুরে বর্ণিত মহাত্মাদিগের স্বজাতিস্নেহ ও স্বদেশপ্রিয়তা প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে, যে সকল ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের পুস্তক ও পত্রিকা সকল হইতে বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়নবিষয়ে উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, সুকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

কলিকাতা। গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ক্রোরপতি রামদুলাল সরকার	...	১
স্বদেশসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়	...	১৭
দ্বিতীয়ধন্বন্তরী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩০
বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র	...	৪৩
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন	...	৫৬
ভারত-রত্ন কৃষ্ণদাস পাল	...	৭১

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

উৎসর্গ পত্রম্।

কীর্ত্তিসমুদ্ভাসিত সকলাশামণ্ডলস্থ বঙ্গ-

গণধুরিনস্থ প্রতীচিবিভাগস্থ সকল-

বিদ্যালয় পরিদ্রষ্টুঃ

শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক

মহোদয়স্থ করকমলকর্ণিকান্তরেষু

যত্নায়াসগ্রথিত মনঘ গ্রন্থমেতং গৃহাণ।

নষ্টচ্ছায়ং বিষয়রহিতং হীনসংবিদ্‌বিভূষং ॥

পাদাব্জে তে সকরুণমনা ভক্ত্যভিজ্ঞ

A

]LLECTION OF N

OF

SIX DISTINGUISHED I

[DOOLAL DEY, DR. DURGA CHURN BA.
RAJA RAMMOHUN ROY, JUSTICE DWAR.
NATH MITTRA, KESHUB CHUNDRA SEN
& ROY KRISTODAS PAL BAHADOOR.

BY

AMRITALAL BASU.

"History may be framed from permanent monuments and records, but lives can only be written from personal knowledge, which is growing every day less, and in a short time is lost for ever."

Dr. Johnson.

জীবনী-সংগ্রহ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

কলিকাতা—শ্যামপুকুর, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের
[illegible] যন্ত্রে, শ্রীহরিদাস মান্না কর্ত্তৃক
ও প্রকাশিত

বিজ্ঞাপন।

"জীবনী-সংগ্রহ" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা পাঠে পাঠকগণ রুষ্ট হইবেন, কি তুষ্ট হইবেন—তিরস্কার করিবেন, কি পুরস্কার করিবেন—জানি না। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই—যদি ইহা পাঠে একজনও প্রীতিলাভ করেন, যদি একজনেরও হৃদয়মুকুরে বর্ণিত মহাত্মাদিগের স্বজাতিস্নেহ ও স্বদেশপ্রিয়তা প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে, যে সকল ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের পুস্তক ও পত্রিকা সকল হইতে বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়নবিষয়ে উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, সুকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

কলিকাতা।   গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ক্রোরপতি রামদুলাল সরকার	...	১
স্বদেশসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়	...	১৭
দ্বিতীয়ধন্বন্তরী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩০
বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র	...	৪৩
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন	...	৫৬
ভারত-রত্ন কৃষ্ণদাস পাল	...	৭১

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ীবনী-সংগ্রহ।

৪৫ ক্রোরপতি

রামদুলাল সরকার।

> "Lives of great men all remind us
> We can make our lives sublime ;
> And departing, leave behind us
> Footprints on the sands of time ;—
> Footprints that perhaps another,
> Sailing o'er life's solemn main,
> A forlorn and shipwrecked brother,
> Seeing, shall take heart again."
>
> *Longfellow.*

ুলাল ১৭৫২ খৃঃ অব্দে (১১৫৮ সালে) দমদমার নিকট কজানি নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ন গ্রামটীতে কেবল কৃষকদিগেরই বাস ছিল। রাম র পিতা বলরাম সরকার, প্রতিবেশবাসী কৃষকদিগকে বাঙ্গালাভাষার আদ্যানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই অতিকষ্টে সংসারযাত্রা ...তেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও ...ন নাই, তখনও মুরসিদাবাদের ...ই শাসনকার্য্য ...

পন্ন শস্যাদি দিত, তিনি তাহাই বলদ পৃষ্ঠে চাপাইয়া বারে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বেচিতেন এবং তাহা কথঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে পরি- পোষণ করিতেন। এই সময়ে আর একটী দুর্ঘটনা ঘ লোলুপ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিল এ নৃশংস আচরণে সকলকেই সশঙ্কিত করিয়া তুলিল প্রাণ লইয়া, ধন লইয়া পলায়নপর হইল। ১৭৫২ নির্ধন বলরামও অন্তঃস্বত্ত্বা ভার্য্যাকে লইয়া গৃহ করিয়া চলিলেন এবং কতিপয় ক্রোশ যাইয়া এক লইলেন। সেই স্থানেই দিল্লীর অধীশ্বর আকবরের দুলালের জন্ম হয়। রামদুলাল জন্মগ্রহণ করিবার কয়েক মধ্যেই তাঁহার জননী দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া কালকবলিতা হইলেন, পিতাও ভার্য্যাবিয়োগবিধুরা মাসের মধ্যেই মানবলীলা শেষ করিলেন। তিনটি হীন শিশু, তামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের কুটীরে আশ্রয় রামসুন্দর অত্যন্ত নিঃস্ব ছিলেন—দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহার ছিল না। তিনি অতিকষ্টে ভিক্ষোপলব্ধ শাক ভোজন করিয়া দিনপাত করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটিতেন এবং তাহাই বাজারে বিক্রয় পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হই- দুলালের মাতা কলিকাতায় মদনমোহন র বাটীতে

বাটীর শিক্ষকের নিকট তিনিও শিক্ষা প
তালপত্রে লেখা শেষ হইলে শুষ্ক বটপত্র ও
পরিত্যক্ত কদলীপত্র তাঁহার কদলীপত্রের এবং
করিত। এইরূপে কিয়ৎকালের মধ্যে রাম
প্রচলিত কার্য্যোপযোগী একরূপ বিদ্যাশিক্ষা ক
বিক বঙ্গভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান, শুভঙ্করী অঙ্কে প
পরিপক্কতা, চলিত ইংরাজী ভাষায় জাহাজের
তির সহিত মনোভাব প্রকাশের অভ্যাস ব্যতী
অধিক বিদ্যা ছিল না। এইরূপ শিক্ষালাভ ক
বৎসর মাত্র বয়সে চাকুরী প্রার্থী হইলেন এবং
কের অধীনে পাঁচ টাকা বেতনের একটী বিল
লেন। তিনি যেরূপ অপরিসীম পরিশ্রম, অধ্যবসায়
সহিত সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, তা
প্রত্যহ বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, তাঁহাকে পদব্রজে করি
বারাকপুরে অথবা টিটাগড়ে যাইতে হইত। এক
দমদমায় কোন ইংরাজের নিকট টাকা আদায়
এবং সমস্ত দিবস তাঁহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে
হইলে ইংরাজ তাঁহাকে সমস্ত টাকা দিলেন। দ
কলিকাতার পথ তখন অতিশয় বিপদসঙ্কুল—তি
রাত্রিকালে বিপুল অর্থ লইয়া কলিকাতায় ফেরা
যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না—অত টাকা লইয়া
বাটীতে অথবা বাজারে যাইতেও সাহসী হইলেন না
[illegible] চন করিয়া [illegible] কার ব্যাগটি [illegible] বৃক্ষতলে রাখি
তলে শয়নপূর্ব্বক [illegible] রজনী [illegible] বাহিত ক

অ‍্পূর্ব্ব ‌‍্টান্ত দেখাইলেন। প্রত্যূষে নিরা-
‍লেন। রামদুলালের বিশ্বস্ততায়, কার্য্যদক্ষ-
এবং কঠোর পরিশ্রমে, দয়ালু প্রতিপালক
শিষ্টরূপ পরিতুষ্ট হইলেন—এবং যৎসামান্য
ও মাসিক ১০৲ টাকা বেতনের একটি সিপ্-
দিয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন।
করূপ বক্‌সিস্ পাওনা ছিল—তন্মধ্যে জাহা-
ও মেট মহোদয়ের প্লীহাচূর্ণকারী ঘুসাও একটি
র! এই কার্য্যেও তিনি তাঁহার অসীম
, ধীশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিলক্ষণ পরি-

ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া ডায়মণ্ডহারবারে যাতায়াত
দা তাহা দৈববশে অকস্মাৎ উল্‌টাইয়া যায়—
য় পূর্ণ জোয়ার। তিনি সন্তরণ বিদ্যায় বিশেষ
১৪ মাইল পথ সন্তরণ করিয়া, খিদিরপুরে যাইয়া
ইতে রক্ষা পাইলেন। অপর এক সময়ে তিনি ও
বন্ধু নন্দকু‍‍্‍রে বসু (যিনি তাঁহারই ন্যায় দৈন্যদশা
রকালে কোম্পানির তমলুকস্থিত লবণগোলার
প্রাপ্ত হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন) ডায়-
[illegible]ও ঝটিকা প্রা[illegible] হয়েন। উপায়ান্তর না
রা এব ধীবরের কুটীরে আশ্রয় লয়েন এবং তথায়
এক[illegible]কার ঘাসে বোনা একখানি মোটা [illegible]
তয়া ও কতর্ব্ব [illegible] দিয়া [illegible] রাত্র [illegible]
সিপ্‌সর[illegible] কার্য্যে, সর্ব্বদা [illegible]হারবারে যা

রাত করিতে করিতে, তিনি অনুমান দ্বারা জলমগ্ন ভগ্ন জাহাজ ও তদন্তর্গত দ্রব্যের মূল্য অনায়াসে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলেন। এক সময়ে একখানি বৃহৎ জাহাজ অনেক বোঝাই দ্রব্যের সহিত, গঙ্গার মুখভাগে (মোহানায়) জলমগ্ন অবস্থায় থাকে, তিনি তাহা দেখিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করেন। পরে এক দিবস তিনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভু কর্ত্তৃক কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করিবার জন্য বহুল অর্থের সহিত টালো কোম্পানির নিলামে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার তথায় পৌঁছিবার কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্বেই সেই নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যায়। যাহা হউক, পরক্ষণেই দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাহাজের নিলাম হইতেছে। ভগ্ন জাহাজখানি বিলক্ষণ লাভজনক হইবে নিশ্চয় বুঝিয়া, তিনি আপন প্রভুর নামে ১৪০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিলেন। জাহাজ নিলাম হইবার অব্যবহিত পরেই একজন ইংরাজ দ্রুতবেগে নিলামঘরে আসিলেন এবং জাহাজ বিক্রয় হইয়াছে কি না, অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত অনুসন্ধান করিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, মদনমোহন বাবুর সরকার ক্রয় করিয়াছেন, তখন তিনি—যথায় রা·দুলাল বিরামদায়িনী, ধূমোদ্গারিণী হুক্কাদেবীর সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন,—তথায় সত্বরপদে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাতে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া অবশেষে তাঁহার ক্রীত মূল্যের উপর কিঞ্চিৎ কম লক্ষ টাকা লাভ দিয়া জাহাজ ক্রয় করিয়া লইলেন। রামদুলাল যদ্যপি ···এই ···র্জ্জিত লক্ষটাকা ···কে না দিয়া ··· তিনি ··· বুর্ণ ··· ও জানিতে

পারিতেন না—কিন্তু ন্যায়পরায়ণ আত্মশাসনসক্ষম রামদুলালের মনে স্বপ্নেও সে চিন্তা উদয় হয় নাই। তিনি বরং প্রভুর নির্দ্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করিতে পারেন নাই বলিয়া সঙ্কুচিতচিত্তে শঙ্কিতহৃদয়ে প্রভুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহার পদতলে তদীয় প্রদত্ত ও লাভের সমুদায় টাকা রাখিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রভু মদনমোহন বাবু মহানুভব ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রামদুলালের অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতিতে অভিভূত হইলেন এবং স্নেহপূর্ণবচনে বলিলেন, "রামদুলাল! এই লভ্যাংশ তোমার। সৌভাগ্যবলে তুমি ইহা পাইয়াছ—তুমিই ইহা গ্রহণ কর।" কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে রামদুলাল সেই লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন এবং এই লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া তিনি আপনার ভবিষ্যৎ মহোন্নতির পথ সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইলে, আমেরিকার বণিক সম্প্রদায়কে রামদুলালই সর্ব্বপ্রথম, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় দক্ষতায় ও কার্য্যকুশলতায় বাণিজ্যকার্য্য বহুবিস্তৃত করিয়া ফেলিলেন। ভারতের বাণিজ্য ইতিহাসের তিনিই যুগান্তর আনয়ন করেন। আমেরিকাবাসীমাত্রেই তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ সম্মান করিতেন—তাঁহার উপর তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি অপরিসীম ছিল। তএহ্ কোন বণিক-রামদুলালের নামে আপনার জাহাজের নামকরণ [illegible] ছিলেন [illegible] ১১২ অব্দে আমেরিকার [illegible] প্রধান

দিগের মাতৃভূমির স্বাধীনতাসংস্থাপক জেনারেল ওয়াসিংটনের বৃহৎ প্রতিকৃতি, সম্মান ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ, রামদুলালকে উপহার প্রদান করেন। শুদ্ধ যে আমেরিকার লোকেরাই রামদুলালের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নহে, ইংলণ্ড এবং চীনের সহিতও তিনি ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বদ্ধ। ইংরাজবণিকদিগের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান "ফেয়ার্লি ফারগুসন এণ্ড কোং" নামক আপীসের তিনি মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। অধিক কি, রামদুলালের কথায় বাণিজ্যের বাজার উঠিত, নামিত। তিনি বণিকসমাজে এতদূর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে কি ইংলণ্ডবাসী, কি আমেরিকাবাসী, কি চীনদেশীয়, কি স্বদেশীয় কোন বণিকই প্রায় তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না। বাঙ্গালী মেকলে-কপোল-কল্পিত মিথ্যাবাদী জুয়াচোরের জাতি নহে, তাহাদিগের জাতীয় চরিত্রের উপকরণে সততা, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা আছে, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য রামদুলালের জন্ম। ইংরাজ—আর্য্যজাতির চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ [illegible] ইংরাজ! হিমালয়ের তুষারময় উচ্চতম চূড়া হইতে কুমারিকার চঞ্চুপ্রান্ত পর্য্যন্ত, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে রামদুলালের নাম এককালে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল সেই রামদুলালের জাতিকে কি তুমি জুয়াচোরের জাতি বলিবে?

রামদুলাল ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্যসোপানের চরম সীমায় অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার [illegible]খানি বাণিজ্য-পো[illegible], [illegible]ণিজ্য দ্রব্য[illegible] লইয়া ইংল[illegible], আমেরিকা, চীন, মালটা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। এ[illegible] য[illegible] ভয়ানক ক্ষতি

গ্রস্ত হইয়া, "পামার কোম্পানি," "আলেকজাণ্ডার কোম্পানি," "ম্যাকিন্‌টস্ কোম্পানি," এককালে উঠিয়া গেল এবং রামদুলালের পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল, অথচ তাহাতেও তাঁহার ব্যবসায়ের কোনই হানি হইল না, তখন বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ টাইমস্‌পত্র তাঁহার পুত্রগণকে, বাঙ্গালার রথচাইলড বলিয়া উল্লেখ করেন। এস্থলে রামদুলালের ধর্ম্মনিষ্ঠাসম্বন্ধে আর একটি গল্প বলিব। এক সময়ে রামদুলাল কয়েক হাজার মণ কালমরিচ ক্রয় করেন এবং বাজারে উক্ত দ্রব্য এক চেটিয়া করিবার জন্য যেখানে যত মণ পাইলেন, লইয়া রাখিলেন। একজন ইংরাজের এই সময়ে অনেক টাকা কালমরিচে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার টাকার বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে, তিনি রামদুলালের নিকট যাইয়া উক্ত দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া, টাকা প্রার্থনা করিলেন। রামদুলাল বলিলেন, "বন্ধক রাখিব না, উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে এখনি প্রস্তুত আছি।" সাহেবের মনে সন্দেহ হইল। তিনি মনে করিলেন, যখন স্বয়ং রামদুলাল ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, তখন বোধ হয় মরিচের বাজার শীঘ্রই উঠিবে। সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "আমাকে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার সময় দিন।" ইতি মধ্যে বাজারে মরিচের অত্যন্ত আবশ্যক হইল। দালালগণ পূর্ব্ব হইতে অল্প অল্প শুনিয়াছিল যে, রামদুলাল সমস্ত মরিচ এক চেটিয়া করিয়াছেন; তাঁহারই নিকট এক্ষণে তাহারা দৌড়াইল। এবং তাঁহার ক্রীত মূল্যের উপর চারিগুণ লাভজনক দর দিল। রামদুলাল ক্রীত মূল্যের উপর চারিগুণ লাভ পাইতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিজের ও সাহেবের

সমস্ত মরিচের বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিলেন, বাজারে মরিচের দর উঠিয়াছে, সাহেব কিছুই জানিতে পারেন নাই; উক্ত বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিবার দুই এক দিবসের মধ্যেই তিনি রামদুলালের বাটীতে আসিয়া বাজারে পূর্ব্বে যে দর ছিল, সেই দরে আপনার সমস্ত মরিচ তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন। সাহেব যদিও বাজারের পূর্ব্বদরেই সমস্ত দ্রব্য বেচিলেন, কিন্তু রামদুলাল—ধর্ম্মাত্মা রামদুলাল, মূল্য দিবার সময় আপনার প্রাপ্ত চারিগুণ লাভই সাহেবকে দিলেন। সাহেব এইরূপে আশাতিরিক্ত কয়েক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া রামদুলালকে কৃতজ্ঞতাসূচক সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

এক্ষণে আমরা রামদুলালের পারিবারিক দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। রামদুলাল যখন সিপ্‌সরকারী করিতেন, যে সময় তিনি ভগ্নজাহাজ নিলামে ক্রয় করেন, তাহারই দুই এক মাস পূর্ব্বে মুলাযোড়নিবাসী তাঁহার উপরওয়ালা এক সিপ্‌সরকারের পরমাসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রামদুলাল পরিমিতব্যয়ী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অমিতব্যয়িনী ছিলেন। এক সময়ে রামদুলাল অনেক গাটরি ব্রড্‌ক্লথ (এক প্রকার বনাত) ক্রয় করেন। (সে কাপড়ের ভিতর ও উপর পিঠ বিভিন্ন। বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইংরাজেরা সেরূপ কাপড় সেই প্রথমবার আমদানি করেন। সে কাপড়ের গজ ৩০ টাকা।) রামদুলালের সে কাপড় এক চেটিয়া ছিল; বাজারে সেরূপ কাপড় আর এক ইঞ্চিও ছিল না। শীতকালে একদিন প্রাতে তিনি বাটীর বারান্দার উপর বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া

একটি করিয়া কয়েক জন ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া ঠিক সেইরূপ কাপড় গায়ে দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে দিবস তিনি আপিসে যাইয়াই তাঁহার দালালদিগকে ডাকিয়া বিবিধ প্রকারে ভর্ৎসনা করিলেন এবং কোথা হইতে ঠিক সেইরূপ কাপড় আসিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে তাহাদিগকে বলিলেন। সেরূপ কাপড় বাজারে কুত্রাপি নাই,—তাহারা আর কোথায় পাইবে? বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি সেই কাপড়ের গুদাম ঘর স্বয়ং দেখিতে যাইলেন। তথায় সত্য ঘটনা প্রকাশ পাইল। স্বামীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ভৃত্যগণের অগোচরে তাঁহারই ভার্য্যা শীতবাতকম্পিত প্রতিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ৯০ টাকা মূল্যের এক এক খানি বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন! তিনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না।

রামদুলালের দুই ভার্য্যা। প্রথম স্ত্রী, যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিলাম, তাঁহার গর্ভে একটিমাত্র অন্ধকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেও সপ্তমবর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদবধি তাঁহার আর সন্তানাদি হয় নাই। পুত্র হইল না, এ অতুল ঐশ্বর্য্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে, অপরে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, এই ভাবনায় রামদুলাল কাতর ও বিষণ্ণ হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ভার্য্যার অজ্ঞাতসারে পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিনীর গর্ভে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

রামদুলাল অতি সামান্যাহারী ছিলেন। ভাতে ভাত, একটু দুগ্ধ ও দুই একটি সন্দেশমাত্র প্রাতে আহার করিতেন। রাত্রে দুই চারিখানি রুটী খাইতেন। তাঁহার পোষাক আড়ম্বরশূন্য-

একখানি সাদা ধুতি, একটি ফ্লানেলের তৈয়ারি জামা আর একটি পাগড়ি তাঁহার আপিস যাইবার পরিচ্ছদ ছিল। অহঙ্কার কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না।

তাঁহার বদান্যতা অসীম। মান্দ্রাজে এক সময়ে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কলিকাতা টাউনহলে উক্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় অবলম্বনের জন্য একটি বিরাট সভা আহুত হয়। দয়ালু রামদুলাল সভাস্থলে এক লক্ষ টাকা দিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ধনী কৃষ্ণ পান্তী উক্ত টাকার উপযুক্ত চাউল দিবেন স্বীকার করিলেন। ইহাতে সভাস্থলে আর কাহারও নিকট হইতে একটি পয়সারও সাহায্য লইবার আবশ্যক হয় নাই।

যে সকল দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্রলোক কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার আপিসে যাতায়াত করিত, তাহাদিগের সাহায্যের জন্য তিনি প্রত্যহ ৭০ টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি বেতন দিয়া তিন জন এতদ্দেশীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন—প্রত্যহ দরিদ্র ও অনাথ রুগ্নদিগের চিকিৎসা করিবার ও তাহাদিগকে রামদুলালের ব্যয়ে ঔষধাদি দিবার জন্য। প্রায় চারি শত দরিদ্র প্রতিবাসী রামদুলালের নিকট হইতে প্রতি মাসে চাউল, ডাইল প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় প্রাপ্ত হইত। প্রত্যহ তিনি সহস্র সহস্র উমেদারকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহার অবস্থা যেরূপ গুরুতর বুঝিতেন, তাহাকে তদনুযায়ী সাহায্য করিতেন। কোথা হইতে টাকা আসিল, তাঁহাদিগের বোধগম্য না হয়, এরূপ সুকৌশলে, তিনি তাঁহাদিগকে পত্রমধ্যে করিয়া নোট পাঠাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে স্বয়ংই এরূপ শ্রীহস্তলিখিত

পত্র, বাটী হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাদিগের হস্তে দিতেন। যদি কেহ তাঁহার সাক্ষাতে পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে যাইত, তিনি অমনি স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা বাক্যে বলিতেন, "চাই কি উহাতে তোমার কোন অমঙ্গলকর বা অশুভ সংবাদ থাকিতে পারে, উহা পাঠে তোমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে পারে, অতএব এত লোকের সম্মুখে পত্র খুলিয়া পাঠ করা উচিত নহে। বাটীতে যাইয়া ভাল করিয়া পাঠ করিও।" পত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাম খুলিয়া তন্মধ্যে কখন শত টাকার, কখন ৫০ টাকার নোট পাইয়া অপরিসীম বিস্ময় ও আহ্লাদে মগ্ন হইত।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রামদুলাল ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। এক দিন প্রাতঃকালে ছাদের আলিসায় বসিয়া তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার এক প্রতিবাসীর পাগলা পুত্র কাশিনাথ, তাঁহাকে বলিল, "রামদুলাল, তুমি অনেক টাকা ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছ। দেখ, আমার পায়ের নিকট কি দেখ!" এই কথা বলিয়া সেই সময়ে রাস্তার উপর তাহার পদতলে যে একটা মৃত পারাবত পড়িয়াছিল, যাহার মৃতদেহ সহস্র সহস্র পিপীলিকায় ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। রামদুলালের একজন সহচর উত্তর করিল, "পাগলা, এ একটা মরা পায়রা আর কি?" কাশিনাথ বলিল, "ক্রীতদাস, চুপ কর, তোকে জিজ্ঞাসা করি নাই।" রামদুলাল তৎপ্রতি বারম্বার দৃষ্টি করিলেন, অবশেষে হাস্য করিয়া বলিলেন, "কাশি, এ ত একটা মৃত পায়রা!" কাশি বলিল, "এই পারাবত মৃত, যে পারাবত দুই লক্ষ ক্ষুধার্ত পিপীলিকাকে আপনার দেহ ভক্ষণ করি[illegible]

দিয়াছে,সেই পারাবত মৃত, আর তুমি সুন্দর বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতেছ, তুমি জীবিত! এই পারাবত কি তোমায়, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে না?" সেই দিবসেই রামদুলাল বেলগেছিয়াতে নিরাশ্রয়দিগের নিমিত্ত একটি অনাথনিবাস স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক যাহাতে সকল সময়েই আহারীয় দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রাপ্ত হয় ও সচ্ছন্দে থাকিতে পায়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অর্থাভাবপ্রযুক্ত কন্যাভারগ্রস্ত বা স্বর্গীয় পিতামাতার পারঃলৌকিক মঙ্গলকামনায় শ্রাদ্ধাদি করিতে অক্ষম কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আবেদন করিলে, তিনি প্রায়ই ৫০০ টাকা দিয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিতেন। তাঁহার মেথর গৌরের মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য রামদুলাল তদীয় পুত্রকে সহস্র মুদ্রা দেন এবং স্বয়ং সেই মেথরের জীর্ণকুটীরে যাইয়া উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন। আজ কাল যেরূপ ঐশ্বর্য্য হইলে লোকে কাঙ্গালদিগের ঘাড়ের উপর দিয়া ছয় ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইতে সক্ষম হয়েন, সেরূপ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি একখানি সামান্য পাল্কী চড়িতেন। তাঁহার এক বন্ধু একখানি গাড়ি কিনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, কতকগুলি বাক্‌শক্তিহীন পশুর প্রতিপালন করা অপেক্ষা কতকগুলি স্বজাতীয়কে প্রতিপালন করা শ্রেয়ঃ। যাহা-হউক, অবশেষে যখন তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া একখানি গাড়ি ও একটি ঘোটক ক্রয় করিলেন, তখন পাছে অনবধানতা বশতঃ কোন লোক গাড়ি চাপা পড়ে, এই ভয়ে তিনি তাঁহার অশ্বপালককে গাড়ির

ছাদের উপর হইতে অর্থচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন এবং সইসদিগকে ঘোটকের বল্গা ধরিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দেন।

নম্রতা রামদুলালের একটি স্বাভাবিক গুণ ছিল, তিনি স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে বিনম্র হইতে সতত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একটি কন্যার এক দরিদ্র কুলীনের সহিত বিবাহ হয়। কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইয়াই সামান্য গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন এবং পিতৃ-প্রদত্ত বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিলেন, বলিলেন, যাবৎ স্বামীর ভ্রাতৃভার্য্যাগণ অলঙ্কারাদি না পাইবেন, তাবৎ তিনি উহা পরিবেন না। রামদুলাল কন্যার এবম্প্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই তাহাদিগের জন্যও সেইরূপ গহনাসকল পাঠাইয়া দিলেন।

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ বহু দিন হইতে একটি সামান্য সরকারীর জন্য রামদুলালের কাছে উমেদার ছিলেন। রামদুলাল স্বীয় মুহুরিকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখনই আমেরিকা হইতে জাহাজ কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবে, তখনই তিনি কর্ম্মপ্রার্থীদিগের নামের তালিকা তাঁহার নিকট দিবেন এবং তিনি আবশ্যকমত তন্মধ্য হইতে সরকার মনোনীত করিয়া লইবেন। মুহুরি, আমেরিকা হইতে জাহাজ কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলে প্রতিবারেই ঐ ব্রাহ্মণ উমেদারের নাম ঐ তালিকাতে লিখিয়া দিতেন; রামদুলাল প্রতিবারেই ঐ ব্রাহ্মণের নাম কাটিয়া অন্যান্য লোককে কার্য্য দিতেন। এক দিন ঐ ব্রাহ্মণ মুহুরিকে উক্ত তালিকায় তাঁহার নামের পার্শ্বে "যাচ্ঞা" এই কথা

লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ করেন। পরে একদা পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নাম কাটিতে কাটিতে অকস্মাৎ ষাঁড় কথাটির উপর রামদুলালের দৃষ্টি পড়িল। উমেদার বলিলেন, মহাশয়! ষাঁড়টিও কাটুন। আপনি এত বার যখন ব্রাহ্মণকে কাটিয়াছেন, তখন ষাঁড় কাটিতে ইতস্ততঃ করিবার প্রয়োজন কি? রামদুলাল হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে তাঁহার বহু দিনের অভীপ্সিত সরকারী দিলেন।

কর্ম্মচারীদিগের বেতন, মাসহরা প্রভৃতিতে রামদুলালের মাসিক ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হইত। তিনি যখন যে কোন শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতেই তাঁহার বহুল অর্থ ব্যয় হইত। তিনি দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া কাশীধামে ১৩টি মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তদুপলক্ষে তত্রত্য দরিদ্রদিগকে পাঁচ দিবসকাল মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ দেবকে আদেশ দেন। এই মহাত্মা প্রতি দিন রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে এক কোটী তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

এই লক্ষ্মী ও ধর্ম্মের বরপুত্র এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড রঙ্গভূমে সগৌরবে অভিনয় করিয়া, ১৮২৫-খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল (১২৩১ সালে) ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বীয় জীবননাটকের শেষাঙ্ক সমাপ্ত করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতাপ্রভাবে মনুষ্যমাত্রেই যে উন্নতির চরমসীমায় অধিরোহণ করিতে পারেন, তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন—তাহাই অন্ধ মানবকে শিক্ষা দিয়া যাইলেন।

তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ, এ

শিশু পৌত্র গিরীশচন্দ্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। রাম-দুলালের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রথম স্ত্রী জীবিতা ছিলেন।

রামদুলালের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তি, অশ্ব, নৌকা, পাল্কী ও শকটাদি এবং ভিক্ষুকবর্গকে তিন লক্ষ টাকা বিতরিত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ উক্ত শ্রাদ্ধে পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

আশুতোষ ও প্রমথনাথ দুই ভ্রাতাকে লোকে ছাতু বাবু ও লাটু বাবু বলিয়া জানিত। আশুতোষ ওরফে ছাতুবাবু পুরী ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে অতিথিশালা সংস্থাপন করেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ও সেতার বাদ্যে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি উৎসাহ দিতেন ও সম্মান করিতেন। প্রমথনাথ ওরফে লাটুবাবু অসাধারণ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। উভয় সহোদরই দানশীলতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার জন্য "বাবু" নামে আখ্যাত। আশুতোষের গিরীশচন্দ্র নামে এক পুত্র হয়; পুত্র, দুইটী কন্যা রাখিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার জীবিতাবস্থাতেই পরলোকগত হয়েন। তৎপরে আশুতোষের দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে একজন চারুচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র ঘোষের মাতা। চারু-চন্দ্রের ভগিনী রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ ও, সি, দত্ত মহোদয়ের ভার্য্যা। প্রমথনাথের দুই স্ত্রী, উভয়েই নিঃসন্তান; এক স্ত্রী মন্মথনাথকে এবং আর একজন দেশহিতৈষী অনাথনাথকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

স্বদেশ-সংস্কারক

রাজা রামমোহন রায়।

"For it so falls out,
That what we have we prize not to the worth,
Whiles we enjoy it; but being lack'd and lost,
Why, then we rack the value then we find
The virtue that possession would not shew us
Whiles it was ours."

Shakespear.

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি, আপাততঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, ১৬৯৫ শকে) রামকান্ত রায়ের পুত্র রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত সাধারণ প্রথানুযায়ী বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পিতার অভিমতানুসারে পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া উক্ত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হয়েন এবং আরব্য ভাষার লিখিত জ্যামিতি (ক্ষেত্রতত্ব) ও আরিষ্টটলের রচনাবলী পাঠ করেন। তৎপরে তিনি বেনারস বা ৺ কাশিধামে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া, স্বীয় মাতামহকুলের রীতি অনুসারে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন।

বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন; বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার এতাদৃশী প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় সম্পূর্ণ পাঠ না করিয়া জল-

গ্রহণ করিতেন না। পরে ইউক্লিড ও আরিষ্টটল পাঠ করিয়া তিনি ধর্ম্মের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অচলভক্তি অন্তর্হিত হইল। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া দেখিলেন যে, প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান পৌত্তলিক ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ষোল বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালীর বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ লিখেন ও তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে নিজ মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে তিনি তাঁহার আত্মীয়গণ ও অবশেষে পিতা কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হয়েন। অতঃপর তিনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন ও তিব্বতে যাইয়া তিন বৎসরকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কীয় যাবতীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেকস্থান ও হিমালয়ের উত্তর সীমার অনেকস্থান পরিদর্শন করেন। দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া রামমোহন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ইংলণ্ডীয় লোকের সহবাস ও তাহাদিগের সহিত পরিচয় হওয়া প্রযুক্ত, তিনি ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজ রাজ নিয়মাদি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে অসাধারণ শ্রম, অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনগুণে রামমোহন, উত্তরকালে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দি, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ভাষাগুলিতে পারদর্শী হইতে এবং উপরি উক্ত ভাষাগুলি ব্যতীত আরও দুই একটি ভাষায় কার্য্যোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে পিতৃবিয়োগ হইলে, রঙ্গপুরের কলেক্টার জন ডিগ্বি সাহেবের কার্য্যালয়ে রামমোহন একটি সামান্য কেরাণিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ডিগ্বি সাহেব অতিশয় ভদ্র ও দয়ালু ছিলেন। তিনি রামমোহনের সৎস্বভাব, কঠোর পরিশ্রম ও কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অনতিকালমধ্যেই তৎকালের অতি উচ্চ সেরেস্তাদারী পদে নিয়োগ করিয়া, রামমোহনের সদ্‌গুণের পুরস্কার করিলেন। স্নেহশীল উদারচরিত ডিগ্বি মহোদয় রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার জন্য তাঁহাকে এতদূর সম্মান ও আদর করিতেন যে, তিনি এক সময়ে অন্যান্য সকল কর্ম্মচারীকে বলিয়া রাখেন যে, "অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় রামমোহন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না।"

উক্তকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামমোহন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা উপস্বত্বের একটি ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। রঙ্গপুর হইতে তাঁহাকে প্রথমতঃ রামগড়ে ও তৎপরে ভাগলপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়ে তিনি উচ্চ গণিত শাস্ত্র ও লাটিন ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপরে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে (১৭৩৬ শকে) তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপনে যত্নবান্ হয়েন। "পৌত্তলিকতা সকল জাতির সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" বিষয়ক পুস্তক পারস্য, আরব্য ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়া তিনি তাঁহার কতিপয় ইউরোপীয় বন্ধু ব্যতীত সকলেরই অতি-

শয় বিরাগভাজন ও পরিশেষে স্বীয় জননীরও নিকট যথোচিত তিরস্কৃত হইলেন। তদনন্তর তিনি কঠোপনিষৎ, বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ, তলবকারোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও মুণ্ডকোপনিষৎ* এই পঞ্চোপনিষদের মূল ভাষ্য সহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন, পরে বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া সাধারণকে উপহার দেন। ১৭৩৭ শকে বেদান্তসূত্রের বাঙ্গালা অর্থ প্রচারিত করেন। যে সময়ে রামমোহনের বেদান্তসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়, তখন লোকে সাকার উপাসনাই জানিত—দেশময় সাকারবাদীরই দল। সাকার উপাসকদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া সহিষ্ণু, তেজস্বী, মনস্বী, রামমোহনকে নিরাকার উপাসনাপ্রথার জয়পতাকা উড্ডীন করিতে হয়। রামমোহনের নিরাকার পরব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়াতে দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। একজন ভট্টাচার্য্য "বেদান্তচন্দ্রিকা" নামক একখানি পুস্তকে রামমোহনের মতের প্রতিবাদ করিল। রামমোহনও ১৭৩৯ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন। তৎপরে কোন গোস্বামী তাঁহার মতের বিরুদ্ধে সাকার দেবতার উপাসনাপ্রতিপাদক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ১৭৪০ শকের ২রা আষাঢ় রামমোহন তাহার উত্তর লিখেন এবং উক্ত বৎসরেই তিনি ভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্রের মূল প্রকাশিত করেন। ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাতে ব্রহ্মোপাসনার অবতরণিকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৪৩ শকের চৈত্র মাসের কোন সংবাদপত্রে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দে. ।

নাম স্বাক্ষরকারী কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে চারি প্রশ্ন লেখেন, তাহার উত্তর স্বরূপ এক গ্রন্থ তিনি ১৭৪৪ শকের ১০শে বৈশাখ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর স্বরূপ "পাষণ্ডপীড়ন" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তিনি তদুত্তর "পথ্য প্রদান" নামক গ্রন্থে দেন। তৎপরে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বেদাধ্যয়নত্যাগী ও কর্ম্মকাণ্ডবিহীন ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মোপাসনাতে অধিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করেন, তিনি তাহার উত্তর সংস্কৃত বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রকাশ করেন।

তিনি কঠোপনিষৎ, বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ, তলবকারোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ, বেদান্তসূত্র, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকা এবং ব্রহ্মোপাসনার অবতরণিকা ইংরাজিভাষায় অনুবাদিত করেন। পরে "কুরিয়ার" সংবাদপত্রে মান্দ্রাজের শঙ্করশাস্ত্রী যে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন, তিনি তাহার উত্তর ইংরাজীতে দেন। ১৭৪৩ শকে তিনি ইংরাজি ভাষাতে হিন্দুনারীদিগের দায়াধিকার বিষয়ে এক গ্রন্থ, ১৭৫১ শকে সামান্যতঃ হিন্দুদিগের দায়তত্ত্ব বিষয়ে একগ্রন্থ এবং ১৭৫৩ শকে এতদ্দেশীয় ব্যবহারতত্ত্ব বিষয়ে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত, গুরুপাদুকা, গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, ইংরাজি বাঙ্গালাতে গায়ত্রীর অর্থ প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক প্রণয়ন এবং সংস্কৃত দর্শন ও মনোবিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন।

খ্রীষ্টানদিগের সহিত তাঁহার অনেক শাস্ত্রীয় বিচার হয়। খৃষ্টধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য গ্রীক এবং

হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৪১ শকে নিজ নাম না দিয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতভাষায় "দি প্রিসেপ্‌টস্ অফ্ জিজাস্, দি গাইড্ টু পিস্ এণ্ড্ হ্যাপিনেস" (যীশুর হিতোপদেশ, শান্তি এবং সুখের পথপ্রদর্শক) নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন, তদুপলক্ষে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রের তাৎকালিক সম্পাদক ডাক্তার মার্শমেনের সহিত অনেক দিবস ধরিয়া তাঁহার তর্ক বিতর্ক চলে। বিচারবিচক্ষণ রামমোহন উক্ত সম্পাদকের প্রতিবাদ সকলের "এ ফ্রেণ্ড্ টু ট্রুথ" (একজন ধর্ম্মের বন্ধু) "সেকেণ্ড আপিল" (দ্বিতীয় আবেদন) "ফাইনাল আপিল" (চূড়ান্ত আবেদন) প্রভৃতি নাম দিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। "ইণ্ডিয়ান্ গেজেটে" এক সময়ে লিখিত হয় যে, "রাজা রামমোহন জাতি, পদ ও মান্যে স্বদেশীয় সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেশহিতৈষিতা, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্য বিষয়ে তিনি পৃথিবীর সকলের শ্রেষ্ঠ।"

রামমোহন স্ত্রীশিক্ষার প্রধান সুহৃদ্ ও বহুবিবাহ প্রথার অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, রাজকীয় আইনের দ্বারা এই মহৎ অনিষ্টকর প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য। যখন স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত করেন, তখন এতদ্দেশীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন যে, যদি রামমোহন রায় এই বিদ্যালয়ের সংস্রবে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহার কোন সহায়তা বা আনুকূল্য করিবেন না। রামমোহনের সহিত কালেজের সম্বন্ধ হইলে পাছে কালেজের উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় তিনি হৃষ্টচিত্তে উহাতে যোগদানে অসম্মতি প্রকাশ

স্বয়ং অপর একটী ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। নিজ-কৃত পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে তাহার "ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস" নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ছিল।

বহুদিবস হইতে হিন্দুদিগের অতি নৃশংস সহমরণ বা সতী-হত্যাপ্রথা নিবারিত করিবার জন্য ইংরাজরাজপুরুষদিগের বাঞ্ছা ছিল। কিন্তু পাছে তাহা হইলে তাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করা হয়, এই কারণে এতাবৎ তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। এতদ্দেশীয় লোকদিগের এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সহগমন করিলে সতীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া হিন্দুগণ যেরূপ কদর্য্য নৃশংস আচরণ অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিতে হস্ত কম্পিত, চিন্তা করিতে মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয়। ১৮২০ খৃঃ অব্দে রামমোহন বাঙ্গলায় এবং ইংরাজিতে "কন্‌ফারেন্স্ বিটুইন্ এন্ এড্‌ভোকেট্ ফর, এণ্ড এন্ অপোনেণ্ট অব্ দি প্র্যাক্‌টিস্ অব্ বারনিং উইডোস এলাইভ্" (সতীদাহ প্রথার স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথন) শীর্ষক প্রবন্ধ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ইহায় দুই বৎসর পরে সতীদাহের অশাস্ত্রীয়তা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া তিনি পুনরায় উক্ত বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড বেণ্টিক নবপ্রকাশিত পুস্তক পাঠে যখন উত্তম রূপে বুঝিলেন যে, সহগমন প্রথা সম্পূর্ণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের সহিত এই অনিষ্টকর প্রথার কোন সংস্রব নাই, তখন তিনি ইহা রহিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে (১২৩৬ সালে, ১৭৫১ শকে) সহমরণ প্রথা

নিবারিত হয়। তখন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেই রামমোহনের ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিল—প্রকাশ্যভাবে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল—যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল, তাহারাও এক্ষণে সমাজভয়ে, জাতিচ্যুতিভয়ে, তাঁহাকে একে একে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতার পরমবন্ধু বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরও এক্ষণে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। স্বজন কর্ত্তৃক, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রামমোহন—স্বদেশের প্রেমে মুগ্ধ মহামহোপাধ্যায় রামমোহন—স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের জন্য—দুঃখ মোচনের জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী, অধর্ম্মী, দুষ্কর্ম্মী প্রভৃতি নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে লাগিল—কর্ত্তব্যপরায়ণ রামমোহন কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ বা কর্ত্তব্যপালন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। এই ভয়ানক সময়ে কেবল দুই জন মহাত্মা কি গোপনে, কি প্রকাশ্যে তাহার প্রতি মিত্র ব্যবহার করিতে ও তাহার সাধু উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বলা বাহুল্যমাত্র যে যখন সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়, তখন কেবল সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ রায় তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সহমরণ প্রথা রহিত হইলে তদানীন্তন হিন্দুসমাজের কতিপয় অধিনেতা বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকট আপনাদিগের গভীর দুঃখ জানাইয়া এক আবেদন পাঠাইলেন; রামমোহনও সেই সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিলেন।

ধর্ম্মবিচারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ পরাভূত হইলে নিরাকার

ন্ধোপাসনার জন্য তিনি ১৮২৮ খৃঃ অব্দে (১৭৫২ শকে ১২৩৫ লে) কলিকাতার কমল বাবুর বাটীতে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি ণয়ন এবং সুন্দর, সুললিত, হৃদয়গ্রাহী কতিপয় সঙ্গীত রচনা রিয়া প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দকে সুশিক্ষিত রিবার জন্য ডাক্তার ডফের প্রশংসনীয় উদ্যমকে ফলবতী রণবিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন এবং বিদ্যালয় াপন করিবার জন্য কেরি সাহেবকে একখণ্ড ভূমি বিনামূল্যে দন।

ইউরোপ গমনের জন্য রামমোহনের পূর্ব্বাবধি নিতান্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু জ্ঞানানুশীলন, পুস্তকাদি প্রণয়ন, সহমরণ-দমন, ব্রহ্মোপাসনা প্রচলন প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে একান্ত ব্যাপৃত থাকা বশতঃ এযাবৎ তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার সেই মানস কার্য্যে পরিণত করিবার এক সুন্দর সুযোগ ঘটিল। দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট ইংরাজদিগের নিকট হইতে যে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন, আপনাকে তাহার অধিক রাজস্বের অধিকারী জানিয়া তিনি প্রথমতঃ একবার ইংলণ্ডীয় "কোর্ট অব ডিরেক্টর্স" ও পরে "কোর্ট অব কণ্ট্রোল" নামক রাজকীয় প্রধান প্রধান বিচারালয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। তিনি এক্ষণে তথায় পুনরায় আবেদন করিবার জন্য রামমোহন রায়কেই উপযুক্ত লোক বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন এবং "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর "এল্বিয়ন" নামক জাহাজে

আরূঢ় হইয়া রাজারাম রায়, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহ মুখোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা লেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দের ১৮ই এপ্রিল তিনি লিবরপুলে পৌঁ লেন এবং তথায় উইলিয়ম রথবোন্, স্পার্ জিম, রস্কো প্রভৃ তত্রত্য ধনবান্, বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে সাদ ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। প তথা হইতে তিনি লণ্ডননগরে যাইলেন এবং তথাকার ধর্ম্মা করণ, বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, অনাথশালা, চিকিৎসালয়, ভজনাল সুশোভিত উদ্যান, গগনস্পর্শী কীর্ত্তিস্তম্ভ, সুপরিষ্কৃত ও সুপ্রশস্ত রাজমার্গ প্রভৃতি দেখিলেন ও তত্রত্য অনেক ব্যক্তি তাঁহার সদ্ব্যবহারে, শিষ্টাচারে ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। যে সময়ে তিনি ইংলণ্ডে উপ স্থিত হইলেন, তখন (১৮৩১।৩২ খৃঃ অব্দে) কমন্স মহাসভায় ভারতবর্ষের রাজশাসন লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছিল এবং তৎপর বর্ষে (১৮৩৩ খৃঃ অব্দে) উক্ত বিষয়ক বিল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আনীত হয়। রামমোহন এই রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিলেন এবং যখন যে বিষয়ে রাজপুরুষেরা তাঁহার অভিপ্রায় বা পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন, তখনই তিনি আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপনার অপরিসীম অভিজ্ঞতা যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। এইরূপে কিয়ৎ কালের জন্য তিনি দিবারাত্র ব্যাপৃত রহিলেন—তাঁহাকে সে সময়ে সর্ব্বদাই পার্লিয়ামেণ্টের সভাগৃহে দৃষ্ট হইত। ভারত

ীর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে, ভারতে লবণ ব্যবসায় এক-
চটিয়া করণের বিপক্ষে এবং কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান বিচারা-
য়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য লিখিয়া তিনি প্রিভি-
াউন্সিলে বিচারের জন্য প্রেরণ করেন। প্রাচীন হিন্দুগণ,
র্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কৃত সহগমনপ্রথানিবারিণী বিধির
রুদ্ধে ইংলণ্ডে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, রামমোহন তাহার
তিবাদ করেন এবং তাহাতে প্রিভিকাউন্সিলে আবেদনকারী-
গের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার্স সভায়
ামমোহন অতি প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং
ক্ত সভাই তাঁহাকে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও
াহিত্যবিষয়ক ইংলণ্ডের যাবতীয় সভায় পরিচিত করিয়া
দেয়। রামমোহন প্রায় সকল সভাতেই বক্তৃতা করেন।
লণ্ডনসেতু নির্ম্মিত হইলে তাহার স্মরণার্থ মহাভোজে ইংলণ্ডেশ্বর
রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রিটিস এবং বিদেশীয় ইউনিটে-
রিয়ান এসোসিয়েসন্ কর্ত্তৃক তিনি অতীব সমাদরে অভ্যর্থিত
হয়েন। যে উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান, তাহা
সুসিদ্ধ হইল, ইংরাজগবর্ণমেণ্ট দিল্লীর সম্রাটকে প্রতি বৎসর
পূর্ব্বাপেক্ষা আর তিন লক্ষ টাকা অধিক দিতে অঙ্গীকৃত
হইলেন।

১৮৩২ খৃঃ অব্দের শরৎকালে রামমোহন ইংলণ্ড হইতে
ান্সদেশে গমন করেন এবং তদীয় লুই ফিলিপ কর্ত্তৃক বিশেষ
াদৃত হয়েন। তিনি ফ্রান্সপতি ফিলিপের সহিত দুইবার
একত্রে আহার করেন। এই সময়ে তিনি ফরাসিস্ ভাষায়
উত্তমরূপ পারদর্শী হয়েন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে তিনি

ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ হেয়ারসাহেবের ভ্রাতার বাটীতে কিছুকাল অবস্থিতি করে এবং তথায় কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রিষ্টলে সমীপবর্ত্তী ষ্টেপেল্‌টন গ্রোভে যাত্রা করিলেন। তথায় কুমারী কাস্‌ল্‌ পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন ও নিজবাটীতে থাকিতে দেন। জন ফষ্টার সাহেব, ডাক্তার কারপেন্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সর্ব্বদাই ঐ বাটীতে আসিতেন এই স্থানে উপস্থিত হইবার নয় দিবস পরেই তিনি জ্বররোগাক্রান্ত হইলেন, প্রিচার্ড ও কেরিক নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকদ্বয় তাঁহার চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু চিকিৎসায়, ঔষধে রোগের কিছুই প্রতিকার হইল না। ক্রমাগত তিন দিবস পীড়া ভোগ করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ২টা ২৫ মিনিটের সময় (১৭৫৩ শক, আশ্বিনমাস ১২৪০ সাল) ঊনষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেহমাত্র ভূমিতলে পড়িয়া রহিল।

জীবিতাবস্থায় রামমোহন কুমারী কাস্‌লের নিকট এ প্রকার অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, যদ্যপি ইংলণ্ডেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার সমাধিমন্দির স্থাপনের জন্য যেন একখণ্ড নিষ্কর ভূমি ক্রীত হয় ও তদুপরি কোন ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি, যিনি সমাধির তত্ত্বাবধান লইবেন, তাঁহার অবস্থিতির জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মিত হয়।

তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কুমারী কাস্‌ল্‌ সমাধির জন্য একখণ্ড নিষ্কর ভূমি দিলেন এবং তাহাতেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর তাঁহার সমাধি হয়। ইহার দশ বৎসর পরে

মমোহনের চিরবন্ধু মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সমাধি
ান দর্শন করেন এবং উক্ত সমাধি বাঙ্গালি-কুল-তিলক, সর্ব্ব-
শপূজিত রামমোহনের জগদ্বিখ্যাত নামের অযোগ্য বিবে-
া করিয়া তিনি ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে মে প্রোথিত শব
পল্টন গ্রোভ্ হইতে উত্থিত করিয়া ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী
ারনস্ ভেল্ নামক স্থানে সমাহিত করেন ও তদুপরি এক
পরম মনোহর স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উক্ত স্মরণ-
স্তম্ভের আলেখ্যাবৎ রমণীয়তা দর্শকমাত্রকেই চমৎকৃত করে।

রাজা রামমোহনের রমাপ্রসাদ নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রমাপ্রসাদ হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন ও পরে সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হয়েন। পিতার ন্যায় তিনিও অনেকগুলি রমণীয় সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান সরকারী ওকালতী কার্য্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহার সমুচিত পুরস্কার স্বরূপ, উক্ত বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতির কার্য্যে তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিচারাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করিল। তাঁহার দুই পুত্র বাবু হরিমোহন রায় ও বাবু প্যারিমোহন রায়। তাঁহারা এক্ষণে ২৪ পরগণা ও অন্যান্য অনেক দেশের ভূম্যধিকারী।

দ্বিতীয়-ধন্বন্তরী

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥"

বারাকপুর সেনানিবাসের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ইং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে, (সন ১২২৫ সালে) অতি সম্ভ্রান্ত বংশে বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাচরণের পিতা গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদিগের সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মচর্চ্চা ও সচ্চরিত্রতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, এজন্য হিন্দুমাত্রেই তাঁহাকেও পরম সমাদর ও মান্য করিতেন। দুর্গাচরণ পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন।

দুর্গাচরণের ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, বঙ্গভাষার আদ্যানুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতা এক জন গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে একটি ঘটনায় বালক দুর্গাচরণ তাঁহার অপরিসীম নির্ভীকতার ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। এক দিন বারাকপুরের বড়রাস্তায় দুর্গাচরণ ও তাঁহার কতিপয় সহচর খেলা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, সৈন্যদলের কর্ণেল সাহেবের ঘোড়াকে সেই স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। বাল্যস্বভাবসুলভ চপলতা সহচরদিগের হৃদয় অধিকার করিল, তাহারা ঘোড়াকে ইট পাটকেল ছুড়িল।

সইস ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালকদলের পশ্চাদ্ধাবিত হইল—বলা বাহুল্য, বালকগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, দুর্গাচরণ একক দাঁড়াইয়া রহিলেন। সইস তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিল ও তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ প্রভুর নিকট লইয়া চলিল। দুর্গাচরণ সতেজে বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষী—কর্ণেল সাহেবের নিকট সমস্ত কথা সত্য বলিয়া তোমাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়াইব।" কর্ণেল সাহেবের নিকট আনীত হইলে তাঁহার মুখে ভয়ের বা নৈরাশ্যের চিহ্নমাত্রও ছিল না। নির্ভীকতা ও অকুতোভয়তা বদনমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছিল। কর্ণেল সাহেব বালকের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই উপলক্ষে তথায় যে জনতা হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে তাঁহার পিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি এই বালকের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই বালক উত্তরকালে আপনাকে অত্যন্ত সুখী করিবে।"

দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলে দুর্গাচরণের পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন এবং হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। চারি বৎসরের মধ্যে তিনি সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে উত্থিত হয়েন এবং পঞ্চদশমাত্র বয়ঃক্রমে অসাধারণ ধীশক্তি ও নৈসর্গিক প্রতিভাবলে তিনি প্রভূত সুখ্যাতিলাভ করেন এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের অপেক্ষা ইতিহাস ও গণিতশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই দুর্গাচরণ স্বধর্ম্মের প্রতি, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—জগতের সারধর্ম্ম, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন। একদা দুর্গাচরণ

প্রাতঃকালের আহারান্তে হস্তপ্রক্ষালন না করিয়া জলপূর্ণ জালার মধ্যে হাত দেন, তাঁহার গর্ভধারিণী তাহা দেখিতে পান এবং এই কথা বলিয়া ভয় দেখান যে, এবিষয় তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিবেন। দুর্গাচরণ ইহাতে একটি কথাও না বলিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন এবং পদব্রজে অতিকষ্টে বহুদূর গমন করিয়া অবশেষে বাঁকুড়ায় উপস্থিত হইলেন। যেস্থানে আসিয়া পৌছিলেন, সেখানকার সকলেই তাঁহার অপরিচিত—সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই—কোথায় যাইবেন, কাহার নিকট আশ্রয় পাইবেন, এই ভাবনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভয়শূন্য ও অমিত সাহসপূর্ণ। অপর কেহ তাঁহার সদৃশ বিষম অবস্থায় পতিত হইলে নিঃসন্দেহ ভীতিবিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইত। তিনি একটি দোকানে যাইয়া তথায় রজনী অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, দোকানদার তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল এবং রাত্রিযাপনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল। দুর্গাচরণ কয়েক দিবস সেই দোকানে অবস্থিতিপূর্ব্বক দয়ার্দ্র দোকানদারের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন এবং তাহাকে আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। দোকানদার, বাঁকুড়ার তদানীন্তন মুন্সেফ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিল। হরচন্দ্র বাবু তাঁহার সেই নবাগত সদ্বংশসম্ভূত অতিথিকে যথোচিত সমাদরে আপন গৃহে রাখিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় দুর্গাচরণের পিতাকে পত্র লিখিলেন। দুর্গাচরণের পিতা স্বয়ং যাইয়া পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

এই সময় দুর্গাচরণের পিতা, পুত্রকে বলিলেন যে, তিনি আর তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে অক্ষম, তিনি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। অতঃপর তাঁহাকে পিতার সহিত কর্ম্মশিক্ষার্থীরূপে সল্টবোর্ডে (লবণের গোলায়) যাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া দুর্গাচরণ বজ্রাহত হইলেন; কালেজ পরিত্যাগ করা তাঁহার নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল, কিন্তু কি করিবেন, অবশেষে পিতার আজ্ঞানুসারে নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন—অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে দুর্গাচরণ এক সদ্বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

দুর্গাচরণের জ্ঞানপিপাসা, বিদ্যোপার্জ্জনের ইচ্ছা এতদূর বলবতী ছিল যে, লবণগোলায় চাকুরীকালে একদা তিনি তথাকার দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া তাঁহাকে নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করেন। বিদ্যামোদী দ্বারকানাথ সমস্ত শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্গাচরণের পিতাকে নিকটে আহ্বান করিয়া পুত্রকে কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সংকুলনে অসমর্থ বলিয়া দুর্গাচরণের পিতা যে আপত্তি উত্থাপন করিলেন, দ্বারিকানাথ বাবু তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, প্রত্যুত খাতাঞ্জিকে গোলোকনাথের বেতন হইতে প্রতিমাসে ৫৲ টাকা করিয়া কাটিয়া লইয়া তাঁহার পুত্রের বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে দুর্গাচরণ যদিও হিন্দুকালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল তথায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে হইল না।

বহুপরিবারের একমাত্র প্রতিপালক ও সম্বল পিতার দৈন্যদশা তাঁহার কালেজে অধ্যয়নের প্রধান অন্তরায় হইল, তিনি বৎসরেকের মধ্যেই পুনরায় কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা কিছুতেই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস পাইল না বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসামান্য আনুরক্তির সহিত,অধ্যাপকসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কেবলমাত্র স্বকীয় যত্নবলে ও স্বাবলম্বনগুণে এতদূর প্রভূত বিদ্যোপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক কেহই প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দুর্গাচরণ মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ারের সংস্থাপিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকতা কার্য্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেন। ডেবিড হেয়ারকে যে "ফ্রেণ্ড অব্ নেটিব এডুকেশন্" অর্থাৎ বাঙ্গালীদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা বাস্তবিক! বাস্তবিকই উক্ত মহাত্মা ভারতের দরিদ্র নিরক্ষর যুবককে সুশিক্ষিত করিবার জন্য আপনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন! বাঙ্গালী কদাচ অকৃতজ্ঞ নহে—জগতে যতদিন একজন বাঙ্গালী থাকিবেন,ততদিন প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ডেবিড্ হেয়ারের অক্ষয় কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে না! বাঙ্গালীবিদ্বেষী, ইংরাজকুলের কলঙ্ক, আজ হিন্দুযুবকের বক্ষঃস্থল উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখ, তথায় কি লেখা আছে—দেখিবে, তথায় জ্বলন্ত অক্ষরে তাহাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, উপাস্যদেবতার নাম খোদিত!

হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দুর্গাচরণ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন

এবং পিতৃতুল্য দয়ালু প্রভুর নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন, এই দৃঢ়বিশ্বাসে তাঁহাকে আপনার ইচ্ছা জানাইলেন এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল বিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে অবকাশ দিবার জন্য আবেদন করিলেন। আবেদন বৃথা হইল না, পরোপকার-ব্রতাবলম্বী হেয়ার হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মতি দিলেন।

সেই সময় একটি অভাবনীয় শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হয়। এক দিন তিনি শ্রেণীমধ্যে বসিয়া অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রীর অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদ একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি বাটী যাইলেন এবং তথায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্তা দেখিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধানে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি চিকিৎসক লইয়া বাটী প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই ভয়ানক সময়ে সুযোগ্য চিকিৎসকের অভাব এবং গোবৈদ্যের চিকিৎসাধীনে থাকার বিষময় ফল, তাঁহার হৃদয়ে এরূপ গাঢ়তররূপে অঙ্কিত হইল যে, তিনি শোকে ও দুঃখে এককালে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কালে তাঁহার শোক উপশমিত হইল। তিনি ২৮ বৎসর বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় ভার্য্যাও অবিচলিত পতিভক্তি ও ঐকান্তিকী পতি-পরায়ণতা প্রভৃতি বিবিধ রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা পতির অনুরূপিণী হয়েন। হিন্দুরমণীর পতিই জীবন্ত দেবতা, পতিই সর্ব্বস্ব! এ অংশে অন্য সকল সমাজ হিন্দুসমাজের নিকট নিকৃষ্ট কে না স্বীকার করিবেন?

যাহাহউক, প্রথম স্ত্রীর শোক যদিও হ্রাস হইয়া আসিল,

তথাপি দুর্গাচরণের ইহা ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অজ্ঞতাই তাঁহার প্রথম স্ত্রীর অকালমৃত্যুর মূলীভূত কারণ। এ কারণে তিনি উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে এক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্, সার এডওয়ার্ড রাইন্, ডেবিড্ হেয়ার প্রভৃতি মহোপাধ্যায় মহাত্মাগণের যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় "মেডিক্যাল কলেজ" সংস্থাপিত হয়। দুর্গাচরণ পিতার অনভিমতে মেডিকেল কলেজে প্রবৃষ্ট হয়েন। হেয়ারের বিদ্যালয়ে, জোন্স নামক এক ব্যক্তি তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াই দুর্গাচরণকে অবগত করিলেন যে, তিনি অতঃপর আর প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া অবকাশ পাইবেন না। ইহাতে দুর্গাচরণ শিক্ষকতাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনাঃ হইয়া কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নেই মনঃসংযোগ করিলেন।

মেডিকেল কলেজ যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন জাতিচ্যুতিভয়ে, সমাজভয়ে প্রায় কেহই তথায় প্রবিষ্ট হইতে ভরসা করেন নাই। এবিষয়ে দুর্গাচরণই প্রথম পথপ্রদর্শক! পরে দুর্গাচরণের দৃষ্টান্তই সকলের অনুকরণীয় হয়। উদারচেতা দুর্গাচরণের হৃদয়ে পরোপকারেচ্ছা বলবতী হইল। তদানীন্তন চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের হস্তে স্বদেশবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় কাঁদিল, বিশ্বজনীন প্রেম, বিশ্বজনীন ভালবাসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; তিনি সমাজের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমাজের কুসংস্কারপূর্ণ প্রথার শিরে পদাঘাত করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুশীলনের পথ পরিস্কৃত করিবার জন্য উক্ত দুরূহ শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসরকাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করেন। কালেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে। "মেসার্স জারডিন স্কিনার এণ্ড কোং"র আপীসের তদানীন্তন মুচ্ছুদ্দি বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন; চিকিৎসকবর্গ তাঁহার চিকিৎসা করিয়া নিষ্ফল হইয়া সকলেই একবাক্যে বলেন, পীড়া শঙ্কটাপন্ন—আরোগ্য হইবার নহে। অবশেষে দুর্গাচরণকে আনয়ন করা হইল। তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া প্রস্থান করিলে, তাহা চিকিৎসককুল-তিলক জ্যাক্‌সেন সাহেবকে দেখিতে দেওয়া হয়। ডাক্তার জ্যাক্‌সন্ উহা দেখিয়া বলিলেন, "ঠিকই হইয়াছে।" এবং অতি অল্পকালমধ্যেই ঐ ঔষধের গুণে রোগীর বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং দুর্গাচরণের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিনি আসিলে ডাক্তার জ্যাক্‌সন্ তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহাকে "নেটিভ জ্যাক্‌সন্" উপাধি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই দুর্গাচরণের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয়াচলে ক্রমে ক্রমে হাসিয়া হাসিয়া দেখা দিলেন এবং তাঁহার নাম ও যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; বস্তুতঃ উত্তরকালে তিনি যে অদ্বিতীয় চিকিৎসক বলিয়া বিশ্বব্যাপিনী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এই ঘটনাই তাহার প্রথম সোপান।

নীলকমল বাবু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার বন্ধু, পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বদেশহিতৈষী বাবু

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই দুর্গাচরণকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনের খাজাঞ্চির কার্য্য গ্রহণ করিতে ও প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। দুর্গাচরণও তাঁহাদিগের পরামর্শমত কিছুকাল কার্য্য করেন। পরে ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন; তাঁহার বাটী প্রাতে ও বৈকালে সহস্র সহস্র পীড়িত ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অধিক কি তাঁহার উপর সকলেরই এপ্রকার দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি রোগীর নিকট আসিলেই লোকে মনে করিত, স্বয়ং ধন্বন্তরী আসিয়াছেন—রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে। দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার রোগনির্ণয়ের অলৌকিক ক্ষমতা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে সকলেই দেবানুগৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতেন। দশবৎসরের মধ্যেই তিনি ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিলেন।

যে সকল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে বলিয়া কবিরাজ, হাকিম ও অন্যান্য ডাক্তারগণ রোগীর জীবনের আশা এককালে পরিত্যাগ করিতেন, দুর্গাচরণ অনেকস্থলে সে সকলও আরাম করিতে সমর্থ হইতেন। এরূপ কথিত আছে যে, একদা ভারতবর্ষের কোন গবর্ণর জেন্যারেলের সহধর্ম্মিণী কোন সঙ্কটাপন্ন নারীরোগে আক্রান্তা হয়েন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরাজচিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু কেহই প্রকৃত রোগনির্ণয় করিতে বা তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

অবশেষে চিকিৎসার জন্য দুর্গাচরণকে ডাকান হইল। তিনি গবর্ণরের প্রাসাদে যাইয়া দেখিলেন, অনেকগুলি ইংরাজ চিকিৎসক ও ভদ্রলোক তথায় সমবেত—সকলেরই বদনে নিরাশার রেখা অঙ্কিত। সকলেই মনে করিলেন, যে রোগ আরোগ্য করা ইংরাজের অসাধ্য, তাহা আবার একজন নেটিবে (কালা বাঙ্গালিতে) আরাম করিবে! যাহা হউক, দুর্গাচরণ তথায় উপস্থিত হইয়া রোগীর রোগবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন ও তাঁহাকে সুচারুরূপে পরীক্ষা করিলেন। পরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা কতিপয় মুহূর্ত্তের জন্য অনুগ্রহ করিয়া রোগীকে আমার নিকটে রাখিয়া গৃহান্তরে গমন করুন।" সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিলে তিনি অত্যদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কৌশলে সে যাত্রা গবর্ণরপত্নীর প্রাণরক্ষা করিলেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, রোগী ক্ষণকালের মধ্যে এককালে ব্যাধিমুক্ত—সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিমুক্ত! গবর্ণর তাঁহাকে বহুল মুদ্রা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে এক-কপর্দ্দকও লয়েন নাই। দুর্গাচরণের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যের গল্প অনেক শ্রুত হওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক (সদৃশ চিকিৎসা) প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিলে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মহা বিদ্বেষ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। মেডিকেল কলেজে, চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, চিকিৎসকপ্রবর মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সভায় বক্তৃতা দ্বারা হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথির অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট প্রমাণিত করেন। অপক্ষপাতী, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত, সহৃদয়পদবীতে আরূঢ় দুর্গাচরণের নিকট সকল শাস্ত্রই মান্য—সকল বিজ্ঞানই আদরণীয়। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বজনীন প্রেমে মুগ্ধ—স্বার্থসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি দেখিলেন, মহানুভব হ্যানিমানের আবিষ্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র ভ্রমপূর্ণ নহে—অনেক রোগে এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিকে অধিকতর উপকার দর্শে। হোমিওপ্যাথির প্রতি বিষম বিদ্বেষভাবাপন্ন চিকিৎসকদিগকে তিনি ঘৃণা করিতেন ও বঙ্গদেশে যাহাতে হোমিওপ্যাথির উন্নতি হয়, তাহাতে তিনি ঐকান্তিকী যত্ন পাইতেন।

পিতার সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় লইয়া পূর্ব্ব হইতেই দুর্গাচরণের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তিনি এক্ষণে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন এবং স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রগণকে লইয়া অন্য বাটীতে যাইলেন।

দুর্গাচরণ স্নেহশীল পিতা, প্রণয়ী স্বামী, হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই তিনি আশ্রয় ও সাহায্যদাতা ছিলেন, তাহাদিগের জন্য তাঁহার দ্বার সতত অবারিত ছিল। বাঙ্গালার বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল লোক তাঁহার বাটীতে চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়া আগমন করিত, তিনি তাহাদিগকে খাইতে ও থাকিতে দিতেন। গভীরা নিশীথে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার পীড়িত পুত্রকে দেখিতে যাইবার জন্য দুর্গাচরণকে মিনতি করিলে তিনি কখনই তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন না;—তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেন। একি সামান্য দয়া! তিনি জগতের বাহাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। পরিচ্ছদবিষয়ে

ও আহারে তাঁহার কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। তিনি নারীজাতিকে মাতার জাতি বলিয়া সম্মান করিতেন। মহাত্মা সেণ্টপল্ যে আজ্ঞা করিয়াছেন, "তোমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা নারীদিগকে মাতার ন্যায় এবং অল্পবয়স্কাদিগকে ভগিনীর ন্যায় বিবেচনা করিবে।" তিনি আজীবন সে আজ্ঞা নতশিরে পালন করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ তিনি মানিতেন না—যে জাতিভেদ সমগ্র হিন্দুজাতির জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, সেই মহতী অনিষ্টকারী জাতিভেদ প্রথার তিনি একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন। পৌত্তলিকতায় তাঁহার আস্থা ছিল না।

অবশেষে সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে ও অনিয়মে ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; তাহার উপর তাঁহার পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এই অমঙ্গলকর সংবাদ তাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিল! যে দিন তিনি এই অসুখকর সংবাদ শুনিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে কেহ হাস্য করিতে বা নৃত্যগীতাদিস্থলে যাইতে দেখে নাই। সেই দিন হইতে তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্ল মুখমণ্ডল গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইল, হৃদয়ে নিরাশার স্রোত বহিল! তৎপর মেলে পুত্রপ্রেরিত পত্রপাঠে অবগত হইলেন যে, কমিসনররা তাঁহার বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিরাশহৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল—উৎকণ্ঠাদগ্ধচিত্তে আনন্দসলিলের প্রবাহ বহিল। কিন্তু হায়! তাঁহাকে আর তাঁহার বিলাত হইতে প্রত্যাগত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করিতেও হইল না—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই চিরইপ্সিত শুভ সংবাদও শুনিতে হইল না! ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ছয় দিবসকাল জ্বর ও পরিশেষে কাশ রোগ ভোগ করিয়া ২২এ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় বাহান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রিয়তমা পত্নী এবং পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বঙ্গভূমি আঁধার করিয়া— বঙ্গের চিকিৎসাকাশ হইতে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খসিল!

দুর্গাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র কৃতবিদ্য, সুলেখক, বাগ্মীপ্রবর, মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এক্ষণে "বেঙ্গলী" নামক উৎকৃষ্ট পত্রের সম্পাদক, "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের" ও শিক্ষিত যুবকবৃন্দের অধিনেতা এবং বিবিধ স্বদেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। তিনি যেরূপ অসাধারণ যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সহিত আজি কয়েক বৎসর ফাষ্ট আর্টস্ ও বি, এ, শ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনাকার্য্য করিতেছেন—যেরূপ মধুর ব্যবহারে ছাত্রগণের আরাধ্য দেবতা ও পিতৃস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। সংক্ষেপতঃ, তিনি আদর্শ অধ্যাপক, অদ্বিতীয় বাগ্মী, প্রসিদ্ধলেখক এবং প্রধান রাজনীতিজ্ঞ। ভারতীয় রাজনৈতিক গগনের তিনি একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। সুরেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে "ব্যারিষ্টার শিপ্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বলবীর্য্যে জিতেন্দ্র বাবু দুর্ব্বল বাঙ্গালীকুলের গৌরবস্বরূপ।

বিচারপতি

দ্বারিকানাথ মিত্র।

"He was a man take him in all and all
But his like you shall not find again."

"There *Dwary* rests in death, while living fame
From Thames to Ganges wafts his honor'd name!"-

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আগুন্সি গ্রামে মহাত্মা দ্বারিকানাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, হরচন্দ্র মিত্র হুগলি আদালতে মোক্তারী কার্য্য করিতেন। অতি শৈশবকালে দ্বারিকানাথ আপনার অপরিসীম ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চতুর্থ বৎসরেই উত্তমরূপে পড়িতে শিক্ষা করেন। তিনি পাঠশালায়, বাঙ্গালাভাষার ও পাটীগণিতের আদ্যানুষ্ঠান শিক্ষা করিয়া সপ্তম বৎসরে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, ত্রয়োদশবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে তিনি হুগলি কলিজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্থিত হয়েন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে সুপ্রসিদ্ধ কান্দির রাণী কাত্যায়নীর মাসিক ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিনিয়ার স্কলারসিপের জন্য যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম উত্তীর্ণ হয়েন ও মাসিক ত্রিশ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায়, পরীক্ষার্থী সকল কালেজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হয়েন ও মাসিক ৪০ টাকার বৃত্তি

লাভ করেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে কালেজ বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উত্থিত হয়েন। ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ অব্দেও তিনি উক্ত ৪০ টাকার বৃত্তি উপভোগ করেন ও ডেভিড্‌হেয়ারের স্বর্ণপদকদ্বয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতেও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি "লাইব্রেরী মেডালের" জন্য পরীক্ষাপ্রার্থী হয়েন ও বহুবয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দকে পরীক্ষায় পরাভূত করিয়া উক্ত পদকও লাভ করেন। পরীক্ষাস্থলে তাঁহার লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তরসকল এতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, কলিকাতার শিক্ষাসমাজ তাঁহাদিগের ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন রিপোর্টে অর্থাৎ শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবরণীতে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

দ্বারিকানাথ ইতিবৃত্ত পাঠে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি একদিনে এলিসনকৃত ইউরোপের ইতিহাসের এক ভাগ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তিও অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। একদা পোনের দিবসের মধ্যে এলিসনের ইউরোপের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় প্রশ্নের উত্তর দানকালে, পুস্তকের যথাযথ বাক্য পর্য্যন্ত বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপর এক সময়ে পাঠাভ্যাসে নিরত, এক বন্ধুর নিকট বসিয়া দ্বারিকানাথ গিবনের "ডিক্লাইন এণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার" নামক পুস্তকের এক ভাগ লইয়া পাতাগুলিমাত্র উলটাইয়া যাইলেন ও পরে পাঠ শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, পুস্তকখানি রাখিয়া দিলেন, ইহাতে তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধু হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার পড়া হইল, না দেখা হইল?" দ্বারিকানাথ উত্তর দিলেন, "ভাল, পরীক্ষা

লও।" বন্ধু পরীক্ষা লইতে গিয়া বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন, "স্মরণ করিয়া রাখিবার যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার কিছুই তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।"

পঠদ্দশায় দ্বারিকানাথ অধিক সময় অধ্যয়নে যাপন করিতেন না। সহাধ্যায়ীদিগের সহিত, ক্রীড়াতে, তর্কেতে বা তামাসাতে তিনি প্রায়ই প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাকাল কাটাইতেন। কিন্তু গভীর নিশীথে, যখন জগতের যাবতীয় জীব জন্তু শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে অভিভূত থাকিত, যখন প্রকৃতি শান্তিময়ী হইতেন, তখন দ্বারিকানাথ আপন পাঠে মনঃসংযোগ করিতেন। হুগলী কালেজে অধ্যয়নকালে গ্রীষ্মের সময় প্রায়ই তিনি শুভ্র জ্যোৎস্নাস্নাত কলকল নিনাদিনী ভাগীরথীর উপকূলস্থ সোপানোপরি উপবেশন করিয়া দুই এক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইয়া সারা রাত্র হয় অধ্যয়ন করিতেন, নতুবা চিন্তাস্রোতে ভাসিতেন। প্রত্যুষস্নানযাত্রী-রমণীগণ প্রায়ই বালিষের পরিবর্ত্তে পুস্তকোপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, সমস্ত রাত্র জাগরণের পর ক্লান্ত শরীরে তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখিতে পাইতেন।

যৌবনকালে দ্বারিকানাথ সকলরূপ ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। পাশাতে তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল; পাশাক্রীড়াতে তাঁহাকে পরাজয় করিতে প্রায় কেহই কৃতকার্য্য হইতেন না। তিনি সঙ্গীত জানিতেন এবং তবলা বাজাইতে পারিতেন।

দ্বারিকানাথের পিতা হরচন্দ্র সেকালের লোকদিগের ন্যায় অতিশয় সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার বাটীতে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব হইত। একদা দুর্গাপূজার ছুটি হইলে, নিজ

কার্য্যানুরোধে হুগলী হইতে গমন করিতে অক্ষম হইয়া, পূজা সম্পন্নার্থ সমস্ত পরিবারের সহিত দ্বারিকানাথকেও নিজগ্রামে পাঠাইয়া দেন। নৌকারোহণে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ বান আসিল, নৌকাকে উলটাইয়া ফেলিল, ও নৌকারোহীগণ জলমগ্ন হইল! দ্বারিকানাথের এক ভ্রাতা ও এক ভগিনী অতল জলগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, মাতা ও পুত্র অতি কষ্টে জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইলেন। এই দুর্ঘটনা দ্বারিকানাথের পিতার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করিল। তিনি ইহার অনতিবিলম্বেই ইহসংসার হইতে বিদায় লইলেন। দ্বারিকানাথ পিতৃবিয়োগে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকার্ত্ত হইলেন।

পিতা পরলোকগত হইলে, সমস্ত সংসারের ভার দ্বারিকানাথের হস্তে পড়িল। বালক দ্বারিকানাথ কিরূপে প্রতিপাল্য পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত হইলেন। অকস্মাৎ শুনিলেন যে, কমিশারি-জেনারেল কর্ণেল রাম্‌জে সাহেবের আফিসে কতকগুলি কেরাণীর পদ খালি হইয়াছে। তিনি উক্ত কর্ম্মের একজন প্রার্থী হইয়া, কলিকাতায় আসিয়া উক্ত আপিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবানের বজ্রগম্ভীর স্বর শুনিলেন:—"হামারি হিঁয়া কোই কাম খালি নেহি।"

দ্বারিকানাথ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন, "কেরাণীগিরির জন্য আর কখনও চেষ্টা করিব না—যাহাতে পারি ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় শিখিব।" সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কালেজে আইনের ক্লাশ নূতন খোলা হইয়াছিল,

তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং কয়েক মাস অধ্যয়ন করিয়া কালেজ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অর্থকষ্টের পরিসীমা ছিল না—কল্য কি ভক্ষণ করিবেন, তাহার পর্য্যন্তও অসংস্থান!

কলিকাতা পুলিষের তদানীন্তন জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্রের অধীনে মাসিক ১২০৲ টাকা বেতনের একটী পদ* শূন্য হয়। কিশোরিচাঁদ বাবু প্রেসিডেন্সি কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপালের নিকট উপযুক্ত লোকের জন্য আবেদন করেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপাল, দ্বারিকানাথের অনৈসর্গিক মেধার ও প্রতিভার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি দ্বারিকানাথকেই উক্ত পদের উপযুক্তপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এক দিবস ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য কিশোরি বাবুকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দ্বারিকানাথ ঘটনাচক্রে পড়িয়া উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই উক্ত কার্য্য হইতে অবসর লইবেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহাকে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল,—কারণ বিধাতা সামান্য চাকুরি করিবার জন্য সেই অপার্থিব, স্বর্গীয় উপকরণে সৃষ্ট মস্তিষ্ক সৃজন করেন নাই!

উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে দ্বিগুণতর দৃঢ়তা ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে আইন অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে "টাউন

* ইণ্টারপ্রিটার অর্থাৎ দ্বিভাষীর কার্য্য।

হলে" যে কমিটি এক্জামিনেসন অর্থাৎ আইনের পরীক্ষা হয় তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেন। উক্ত বৎসরের পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত প্রশ্নাবলী যদিও যৎপরোনাস্তি দুরূহ হইয়াছিল, যদিও প্রশ্নোত্তর লেখার পরিবর্ত্তে অনেক পরীক্ষার্থীকেই পরীক্ষাগৃহের "কড়ি গুণিতে" হইয়াছিল, তথাপি দ্বারিকানাথের লিখিত প্রশ্নোত্তর এতদূর সন্তোষজনক ও এতদুর প্রখর ধীশক্তির পরিচায়ক হইয়াছিল যে, পরীক্ষকদিগের মধ্যে একজন পরীক্ষক দ্বারিকানাথকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহেন!

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারিকানাথ, ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। তাৎকালিক আদালতের উকীলদিগের মধ্যে পূজ্যপাদ বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও কৃতবিদ্য বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতই অত্যুচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন—তৎপরে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুন্সি (নবাব) আমির আলি। উকীল হইয়াই অল্পদিবসের মধ্যে মোকদ্দমার ভার প্রাপ্ত হওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—কিন্তু অলৌকিক সৌভাগ্যবলে দ্বারিকানাথ একবৎসরের মধ্যেই মোকদ্দমা সকল পাইতে লাগিলেন। "সদর রিপোর্ট" দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই প্রায় অধিকাংশ মোকদ্দমায় দ্বারিকানাথের নাম হয় বাদী নতুবা প্রতিবাদী উভয় পক্ষের এক পক্ষে থাকিত।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "হাইকোর্ট" স্থাপিত হইল,—সুপ্রসিদ্ধ স্যার বার্‌নেস্ পিকক্ প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। "হাইকোর্টের" সহিত দ্বারিকানাথেরও সৌভাগ্যসূর্য্য দেখা দিল। মহাত্মা পিকক্ সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও গুণবত্তা বুঝিতে পারিলেন।—

ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাগ্মীতা, ন্যায়তর্কে পারদর্শিতা, অন্যান্য বিচারপতিদিগের নিকট তাঁহাকে সুপরিচিত করিল। ক্রোরপতির লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রাও কথন তাঁহাকে অন্যায় মোকদ্দমা গ্রহণে প্রলোভিত করিতে সক্ষম হয় নাই! দরিদ্র, নিরাশ্রয়দিগের জন্য তাঁহার দ্বার অবারিত ও হস্ত প্রসারিত ছিল। বিচারপতি কেম্প বলেন, "দ্বারিকানাথ যৎকালে ওকালতি করিতেন, তিনি নির্ভীক, স্বাধীন এবং দরিদ্রদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে সতত তৎপর ছিলেন, আমি নিজে দেখিয়াছি, অনেক সময়ে তিনি এক কপর্দ্দকও দরিদ্রদিগের নিকট হইতে লইতেন না।" ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ রাজস্ব সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইল। উকীলদিগের মধ্যে তিনি উচ্চতম আসন অধিকার করিলেন। তাঁহার শুভ্র যশোভাতি চতুর্দ্দিকে প্রতিভাত হইল। ক্রমে ক্রমে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন।

ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি হরিপালের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরমাসুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার শ্রীমতী ভুবনমোহিনী নাম্নী এক কন্যা ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারিকানাথ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। জ্বলন্ত মাতৃভক্তির তিনি দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত ছিলেন। জননী তাঁহার পক্ষে জীবন্ত দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটুম্বদিগকে অনাদর করিতেন না, তাহাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিতেন। দরিদ্রকুটুম্ব এবং অসমান্যবন্ধু অনেকেরই তিনি

ভরণপোষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া দ্বারিকানাথ আপনার গ্রামে একটি "এঙ্গলোভারনাকিউলার স্কুল" অর্থাৎ ইংরাজী বাঙ্গালা শিক্ষার বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। পিতা পিতামহদিগের ন্যায় দ্বারিকানাথ, প্রতিবৎসর নিজালয়ে অতিসমারোহে দুর্গাপূজা করিতেন এবং গ্রামস্থ কি ধনী, কি নির্ধন, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলকে লইয়া অতুল আনন্দে দিবসত্রয় কাটাইতেন।

হাইকোর্টে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়াই বিজ্ঞবর রমাপ্রসাদ রায় অকালে কালকবলিত হইলেন—তাঁহাকে আর বিচারাসনে উপবেশন করিতে হইল না—তৎপরে বঙ্গের উজ্জ্বল অলঙ্কার শম্ভুনাথ পণ্ডিত উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রায় ৬ বৎসরকাল সসম্মানে কার্য্য করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে গতাসু হইলে, ত্রয়োত্রিংশৎমাত্র বয়ঃক্রমকালে দ্বারিকানাথকে বিচারপতি পদে নিয়োজিত করা হয়। ছয় বৎসরের অধিককাল দ্বারিকানাথ হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেরূপ সম্মান, যেরূপ প্রভূত যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দ্বারিকানাথের ন্যায় অপক্ষপাতী ন্যায়বান্ বিচারক অতি বিরল।

"উইক্‌লি রিপোর্টার" নামক পত্রে তাঁহার যে সকল রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে তাঁহার প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত তাঁহার মতের সর্ব্বদাই অনৈক্য হইত, কিন্তু প্রিভিকৌন্সিলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে, সকল সময়ে তাঁহার রায়ই বজায় থাকিত।

হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতিগণের সম্মুখে যে "গ্রেট অ্যাসচ্যাস্‌টিটি কেস্‌" নামক একটি অতি দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহাতে তিনি যে রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে ভারতবর্ষবাসীমাত্রেই তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হয়েন।

দ্বারিকানাথের ধর্ম্মসম্বন্ধে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি "পজিটিভিষ্ট" অর্থাৎ প্রত্যক্ষধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট বাইবেল যেরূপ শ্রদ্ধেয়, মুসলমানদিগের নিকট কোরাণ যেরূপ আদরণীয়, হিন্দুদিগের নিকট বেদ যেরূপ পবিত্র, দ্বারিকানাথের নিকট কোমৎ সেইরূপ ছিল। পুস্তকপাঠে তাঁহার অতিশয় আগ্রহ ছিল। তিনি অধ্যয়নানুরাগী ও গভীর চিন্তাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু লিখিতে বা লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে ভাল বাসিতেন না। "মুখার্জিস্ ম্যাগেজিনে" প্রকাশিত "এনালিটিক্যাল জিওমেট্রি" ব্যতীত তাঁহার লেখনীপ্রসূত বিষয় অল্পই নয়নগোচর হয়। তিনি বিজ্ঞানপ্রিয় ছিলেন। বিজ্ঞানানুশীলনে অনেক সময় যাপন করিতেন। সেণ্ট্‌ জেভিয়ার কলেজে বিজ্ঞানবিদ্ ফাদার লাফোঁ যে সকল বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা করিতেন, তিনি নিয়মিতরূপে সে সকল শুনিতেন। ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার আনুকূল্যার্থ এককালীন চারি সহস্র টাকা দান করিয়া তিনি আপনার অসাধারণ বিজ্ঞানানুরক্তির পরিচয় দেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। প্রকৃত বিপন্নদশাপন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই উদ্ধার করিতে বিশেষ যত্ন লইতেন।

বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া দ্বারিকানাথ বাসাবাটী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ভবানীপুরে একটী বৃহৎ পরিত্যক্ত অট্টালিকা বিক্রয়ার্থ ছিল। ঐ বাটীতে "ভূত থাকিত" বলিয়া জনরব ছিল; এজন্য কেহই ক্রয় করিতে কিম্বা ভাড়া লইয়া বাস করিতে সম্মত হইত না। ভূত আছে কিম্বা জগতে অমানুষিকী কোন ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি কতিপয় বন্ধুসমভিব্যাহারে একদা ঐ বাটী দেখিতে যাইলেন। বাটীর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা জনরবের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছিল। ঐ বৃহৎ জনশূন্য অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রেই মৌরসীপাট্টাভোগী দখলিদার গম্ভীরাকৃতি পেচকগণ তাঁহাদিগের অনধিকারপ্রবেশে বিরক্ত হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইল—জানালাসকল হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল! যাহাহউক উক্ত বাটী দ্বারিকানাথের মনোনীত হইল, তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করিলেন এবং নিজ উপার্জ্জিত প্রায় সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া উহার জীর্ণসংস্কার ও শোভাসম্পাদন করিলেন। তিনি নূতন বাটীতে একটি পুস্তকালয় স্থাপনে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল সংগ্রহে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

নূতন বাটীতে আগমন করিয়া দ্বারিকানাথের বিবিধ গুণসম্পন্না ভার্য্যা হৃৎপিণ্ডরোগে আক্রান্তা হইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর বিয়োগে দ্বারিকানাথের হৃদয় যে দুর্ভর শোকভারে অভিভূত হইল, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। স্নেহময়ী মাতার অনুরোধে তিনি বৎসরাতীত হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

কুসংস্কারাপন্ন, অন্ধসমাজের দাস হইয়া ইঁহাকে বালিকা বিবাহ করিতে হয় নাই। এই বিবাহের ফল—একটী পুত্রসন্তান।

১৮৭০ সালে দ্বারিকানাথ তাঁহার একমাত্র কন্যাকে স্বদেশহিতৈষী সুবিখ্যাত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র বাবু উপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। দ্বারিকানাথ এই রূপে সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া কয়েকবৎসর যাপন করিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার গলদেশে ঘা প্রথমতঃ পরিলক্ষিত হইল; উক্ত রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি তিন মাস কার্য্য হইতে অবসর লইলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ যমের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া কাহার সাধ্য? কি অশুভক্ষণেই তিনি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন! ক্রমে ক্রমে বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীও তাঁহার চক্ষুপুট এককালে পরিত্যাগ করিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ সকলেই প্রায় দ্বারিকানাথের বাটীতে আসিতেন। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার এডিক্যাম্পের দ্বারা দ্বারিকানাথকে আপনার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন।

দ্বারিকানাথ পূর্ব্বে বিজাতীয় আহারপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ সালে উক্ত সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইবার পর তাঁহার সেই রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় ও সেই সময় তিনি একদা তাঁহার কোন বন্ধুর সাক্ষাতে বলেন যে, আমাদের দেশে যেরূপ আহারের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আমাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধায়ক। এদেশীয় চিকিৎসকগণ ইংরাজি চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া রোগীর পথ্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছন্দ-

চয় যে সকল প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। এই সময়ে সিভিলিয়ান গেডিস সাহেব সস্ত্রীক তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসিতেন। এক দিন বৈকালে দ্বারিকানাথ মেঃ গেডিস্‌কে বলেন,"মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ব্যতীত আত্মপর্য্যবেক্ষণ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। * * * আমি যে এতদূর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা কেবল সেই নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘনের বিষময় ফল। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহা হইলে আমি হিন্দুজীবন অবলম্বন করিব।"

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ভট্টাচার্য্য, ঐতিহাসিক রহস্যপ্রণেতা মহাত্মা রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, দ্বারিকানাথ তাহার মর্ম্মার্থ সাহেবকে বিদিত করেন। উক্ত পত্রের স্থূল তাৎপর্য্য এই :——

"ইউরোপে যাহা কিছু ভাল আছে গ্রহণ কর, তাই বলিয়া ইউরোপীয় হইও না; তোমরা—মনুর বংশধর, রত্নপ্রসবিনী ভারতের সন্তান, সত্যানুসন্ধিৎসু, সকলেই যে অজ্ঞাত ঈশ্বরের পূজা করে, ন্যায়পরায়ণতা ও নততাসহকারে সকলেই যাঁহার তুষ্টিসাধনে তৎপর, সেই ঈশ্বরের উপাসক—তোমরা যাহা আছ, তাহাই থাক।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় দ্বারিকানাথ জন্মভূমি দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি কীর্ত্তন শুনিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং দুই ঘণ্টাকাল অভিনিবিষ্টচিত্তে ও তন্ময়মনে হরিনামামৃতপূর্ণ মধুর গান শ্রবণ করেন। মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে তাঁহাদের অপেক্ষা

ক্রুত আরোগ্য বোধ হয় এবং সে দিবস তিনি বারান্দায় একবার পদচালনাও করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি বেলা ৪ ঘটিকার সময় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বারিকানাথ নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করেন! আগুন্সি নিরানন্দময়, ঘোর অন্ধকারময় হইল; অকালে ভারতাকাশ হইতে অত্যুজ্জ্বল তারকা খসিল! বাঙ্গলার অলৌকিক দীপ্তিপূর্ণ অলঙ্কার নিষ্প্রভ হইল!!

দ্বারিকানাথ "হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডে"র ট্রষ্টি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। মৃত্যুকালে দ্বারিকানাথ বৃদ্ধা মাতা, কোমলহৃদয়া প্রণয়িনী ও দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া যান।

ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেন।

"His speech, his form, his action full of grace,
And all his country beaming in his face."

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতার অন্তর্গত কলুটোলা নামক স্থানে কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেনের* মধ্যম পুত্র প্যারিমোহন সেন কেশবের পিতা। প্যারিমোহন "কলিকাতা টাঁকশালার" দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র; নবীন, কেশব ও কৃষ্ণবিহারী—তন্মধ্যে কেশব মধ্যম।

সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে, কেশব পট্টবস্ত্র পরিধান করিতে, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত করিতে এবং পবিত্রসলিলা ভাগিরথীতে স্নান করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ইংরাজী পোষাকেও সজ্জিত হইতে দেখা যাইত। সে

* "আইন আকবরি" নামক বৃহৎ পুস্তকে বৈদ্যরাজ অর্থাৎ সেনবংশের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কেহ কেহ প্রতিপন্ন করেন, সেনবংশ ক্ষত্রিয়জাতি হইতে উৎপন্ন। সেনবংশীয়দিগের মধ্যে বল্লাল এবং লক্ষ্মণ অতিশয় প্রসিদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। উক্তবংশে, "নিদান" রচয়িতা মাধব কর, "চক্রদত্ত" লেখক চক্রপাণিদত্ত, "বৈদ্যমধুকোষ" প্রণেতা বিজয়রক্ষিত, "রত্নাবলী" লেখক কবিচন্দ্র প্রভৃতি অনেকগুলি মনস্বী কৃতবিদ্য গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন। মনু ও কোলব্রুক বলেন যে, বৈদ্যগণের—ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে, বৈশ্য মাতার গর্ভে জন্ম। রামকমল সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিসুরের দৌহিত্র বল্লালসেনের বংশ।



৺কেশবচন্দ্র সেন।

সময়ে কলিকাতার টাউনহলে এক্ষণকার ন্যায় বড় একটা বক্তৃতার ধূম ছিল না, সাহেবেরা সকলেই সেখানে বিবিধ আশ্চর্য্য ঐন্দ্র-জালিক ক্রীড়া দেখিবার জন্য সমবেত হইতেন। কেশব তাঁহার পিতার সহিত, বাজি দেখিতে যাইতেন এবং কিছু না কিছু বাজি শিখিয়া আসিয়া নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের নিকট তাহা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিতেন। কেশব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হই-লেন এবং তথায় উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেন। সেখানে তিনি প্রতিবৎসরেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কেশবের দশমবৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে পিতা পরলোক যাত্রা করিলে, তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ হিন্দু-মেট্রোপলিট্যান কালেজে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি উক্ত কালেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে যাইলেন। গণিতশাস্ত্রে অতিশয় অপারদর্শি ছিলেন, এজন্য তিনি তথায় কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সপ্তদশমাত্র বয়সে কেশব, কালেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দোকানদার ও দরিদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি "কলুটোলা ইভনিং স্কুল" নামক একটী রজনী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি গরিপা নামক স্থানে তিনি অতি দক্ষতার সহিত অমরকবি সেক্ষপীয়রের "হ্যামলেট" নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করেন; তিনি স্বয়ং হ্যামলেট সাজিয়া-ছিলেন এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিয়ারটিসের অংশ অভি-

ময় করেন। ইহার দুই বৎসর পরে যখন পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যখন বিধবা বিবাহ পরিপোষক সভা সকল আহুত হইতেছিল, তখন তিনি অতি সমারোহে "বিধবা বিবাহ নাটক" অভিনয় করেন।

কেশবকে সংসারি করিবার জন্য অভিভাবকগণ, তাঁহার বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তারিখে মহা উৎসবের সহিত বালিগ্রামনিবাসী বাবু চন্দ্রকুমার মজুমদারের কন্যা গোলাপ সুন্দরীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সমাধা হইল। কেশব আজীবন অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই, শত সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি একদিনের জন্যও অধ্যয়ন করিতে বিরত হ'ন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল, তিনি একবার যাহা পড়িতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। কেশবের মন দিন দিন ধর্ম্মের দিকে অধিকতর প্রধাবিত হইতে লাগিল—ধর্ম্মপিপাসা ক্রমেই প্রবল হইল। তিনি রেভারেণ্ড টমাস হ্যারিস্ বারণ নামক এক পাদরি সাহেবের নিকট, বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "গুডউইল ফ্রেটারনিটি" নামক একটি ধর্ম্মতত্ত্বালোচক সভা স্থাপিত করিলেন। সেই বৎসরেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি "ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামক অপর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানে কেশবের অলৌকিক বাগ্মীতা শক্তি অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয় এবং সেইটী যে ভবিষ্যতে একটী মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারিবে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়।

পরে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হইলেন এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। উক্ত বৎসরের ২৪এ এপ্রেল তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও পরিপোষকতায় তিনি একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় এবং তিনি ইংরাজিভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের বিশেষ অনুরোধে এই সময়ে তিনি "ফাইনানসিয়াল ডিপার্টমেণ্টে" একটি মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং তথায় দুই এক সপ্তাহমাত্র কার্য্য করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। পরে "বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে" একটি ৩০৲ টাকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়া তথাকার ডেপুটি সেক্রেটারী সি, এন্, কুক সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং দুই এক মাসের মধ্যেই তাঁহার ৫০৲ টাকা বেতন করিয়া দেন। কিন্তু চাকুরী করা তাঁহার অভিপ্রেত বা উদ্দেশ্য নহে, তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গের ছল করিয়া, কৃষ্ণনগরে চলিয়া যাইলেন এবং তথায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ডাইসন্ নামক এক সাহেবকে বাক্যুদ্ধে ও তর্কশাস্ত্রে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপবাসী বিখ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে বিশেষ সম্মানিত ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তিনি সিংহল দ্বীপে গমন করেন।

কেশব দেখিলেন, স্বদেশবাসীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে, স্বদেশের উপকার সাধন, বা সমাজের সংস্কার করণ, নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহার যত্নে ও উদ্যোগে "কলিকাতা বিদ্যা-

লয়” স্থাপিত হইল। কিন্তু কিছু দিন পরে, যিনি কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের জন্ম দিলেন, তাঁহার নিকট হইতে কেশব অতি অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক বিদ্যালয়টি কাড়িয়া লইলেন—তাঁহার পরোপকারী ও পবিত্র জীবনে একটি চিরস্থায়ী কলঙ্ক রাখিলেন! তাঁহার নির্ম্মল নিষ্পাপ চরিত্রে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিল! ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এবং তৎপর বৎসরে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী দেখা দিলে কেশব মানবচরিত্রের আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি “ইণ্ডিয়ান্ মিরারকে” পাক্ষিক পত্ররূপে প্রচার করেন। সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বিষয় সকলের পর্য্যালোচনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করা এই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, কেশব রাজনীতির ধার ধারিতেন না, কেবল ধর্ম্মবিষয় লইয়াই উন্মত্ত থাকিতেন, এই নবজাত পত্র ও “ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য” বিষয়ক কেশবের বক্তৃতা পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগের মন হইতে সে ভাব তিরোহিত হইয়াছিল।

কেশবের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে বিবিধ অসাধারণ গুণসকলের আধার বলিয়া জানিলেন। ১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসের ১৩ই তারিখে তাঁহার দ্বাবিংশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি সস্ত্রীক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে জাতিচ্যুত করা হইল

এবং প্রায় এক বৎসর কাল মাতৃসন্দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অসীম শারীরিক ও মানসিক কষ্টে মহর্ষির বাটীতে অতিবাহিত করিতে হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শারীরিক পীড়া সকল হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পৈতৃক ভবনে গমন করিলেন এবং তথায় স্নেহময়ী জননীকর্ত্তৃক, সাদরে গৃহীত হইলেন। উক্ত বৎসরের ১৯এ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র করুণার জন্ম হয়।

এই প্রকারে ১৮৬২ সাল অতিবাহিত হইল, ৬৩ সালের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৎসরের ১১ই জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁহার পুত্রের চূড়াকার্য্য সমাধা করিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি নিউবিয়া নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া মন্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন—এবং ২২এ তারিখে মান্দ্রাজের সাধারণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। তথাকার টাউনহলে সমবেত অসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকের নিকট বক্তৃতা প্রদান করিয়া, কেশব তথাকার গবর্ণর হইতে সামান্যলোক পর্য্যন্ত সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। উক্ত বৎসরের শেষভাগে তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গমন করেন এবং স্বীয় নৈসর্গিক বাগ্মীতা গুণে, তথাকার লোকদিগকেও সাতিশয় চমৎকৃত ও নিতান্ত মুগ্ধ করেন। এইরূপে ধীরে ধীরে কেশব মহত্ত্বের সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নব্যবঙ্গের অধিনেতা হইয়া উঠিলেন।*

* ইংরাজি বাঙ্গালা ভাষার অভিধানপ্রণেতা পরমবৈষ্ণব

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬শে তারিখে গণেশ-সুন্দরীর বিবাহ ও অপরাপর কতিপয় কারণবশতঃ কেশব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মন্দিরের নিকট চিরজন্মের মত বিদায় লইলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর মাসে কেশব ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং পরিশেষে তাহারই "নববিধান" নামকরণ করিলেন। পরে "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত করিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবিষ্কৃত খোল ও করতালের ব্যবহার প্রচলিত করিলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি "জিজাস্ ক্রাইষ্ট্ ইউরোপ এণ্ড্ এসিয়া" নামক বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া লর্ড লরেন্স্ বাহাদুর যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়েন এবং সাগ্রহে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ১৯এ তারিখে লর্ড মেওর শাসনকালে তিনি

মহাত্মা রামকমল কেশবকে বাল্যকালে "বেসো" বলিয়া ডাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একদা পুত্র প্যারিমোহনকে বলিয়াছিলেন "প্যারি! তোমার পুত্র বেসো একজন অতি মহৎ লোক হইবে—সে ধর্ম্মসংস্কারক হইবে।" প্রেতাত্মাবাদীগণ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, কেশবের জীবদ্দশায় রামকমলের প্রেতাত্মা সতত তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। বাস্তবিকই সুমধুর হরিপ্রেমপূর্ণ রামকমলের বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবের ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পিতামহ ও পৌত্র উভয়েই সেই চিন্ময় নিরাকার অনন্তকে ভক্তি-প্রেম-নিকেতন "হরি" বলিয়া ডাকিতেন, উভয়েই সেই মাধুর্য্যময়ী বিশ্ববিজয়ী হরিণামে বিগলিত হইতেন। উভয়েই নিরামিষাহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। "অহিংসা-পরমো ধর্ম্ম" উভয়েরই জীবনের মূল মন্ত্র ছিল।

ন্যার হেনেরি ম্যানের স্বপক্ষতায় ব্রাহ্মবিবাহপ্রথার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লয়েন।

১৮৭০ সালের প্রারম্ভে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে দৃষ্ট হইল যে, কেশব বাবু বিলাতে যাইবেন এবং পরে ইহাও প্রকাশিত হইল যে, টাউন হলে কেশব বাবু "ইংল্যাণ্ড এণ্ড্ ইণ্ডিয়া" বিষয়ক বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা হইল—বক্তৃতাস্থলে পাঁচ শত টাকা সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় সংগৃহীত হইল এবং আট শত টাকা তিনি বাটী হইতে প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে দ্বাত্রিংশমাত্র বয়ঃক্রমকালে কেশব "পি, এণ্ড, ও, কোম্পানির" মুলতান নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ইংরাজদিগের সভ্যতা ও উন্নতি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে ইংরাজগণ ভারতবর্ষের নরনারীগণের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক, উন্নতিবিষয়ে বিশেষ যত্ন লয়েন, সেই উদ্দেশ্যে, তিনি প্রবাসবাসে যাত্রা করিলেন। "মুলতান" সুনীল গভীর সিন্ধুর জল কাটিয়া চলিল, কেশব মুলতানোপরি স্বহস্তে আপন আহার পাক করিয়া ও অমৃতময় হরির গান গাহিয়া চলিলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন।* এই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ইংলণ্ড

* ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি যাহা যাহা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল :—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ডাক্তার মার্টিনিউরের গিরজাঘরে (ভজনালয়ে) কেশব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মোপদেশক বক্তৃতা করেন। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তিনি "ইউনাইটেড্ কিংডম্ এলায়েন্স" সভায় সুরাদি পানীয় দ্রব্যের ব্যবসায় নিবারিত করিবার জন্য মদ্যপানবিষয়ক

এবং স্কটলণ্ডের বহুতর সভা ও মন্দিরে বক্তৃতা করিয়া আপামর সাধারণের নিকট প্রশংসাভাজন ও অমানুষিকী কীর্ত্তি স্থাপন করেন। কেশবের নাম ভারতেশ্বরীর কর্ণে পৌঁছিলে, তিনি তাঁহাকে "উইণ্ডসর কাসেলে" নিমন্ত্রণ করিলেন এবং

একটী বক্তৃতা দেন—বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য চারি সহস্র লোক একত্রিত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতার সূচনাকালে, চারি সহস্র ব্যক্তি এককালে দাঁড়াইয়া উঠেন এবং মহা আনন্দধ্বনি করেন। উক্ত বৎসরের ২৪শে মে স্পারজিয়ন্স্ টেবার্নেকলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যতা" সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতাকালেও চারিসহস্র ব্যক্তি সমবেত হয়েন এবং লর্ড লরেন্স বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে ব্রিষ্টলে যাইয়া তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির দর্শন ও তথায় উপবেশন করিয়া উপাসনা করেন। তদনন্তর তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন ও তথায় বিষম রোগাক্রান্ত হয়েন,—একজন দয়ালু ভদ্র ইংরাজ সপরিবারে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। ইহার পর ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত কেশবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়; মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, জেনারেল পন্সন্বি তাঁহাকে অতীব সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। তথায় কেশবের জন্য নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষাহার প্রস্তুত হয় এবং তিনি প্রাতর্ভোজন তথায় সমাধা করেন। দয়াশীলা ভারতেশ্বরী ও রাজকুমারী লুইস তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকেন। কেশবের ভার্য্যার একখানি প্রতিকৃতি কেশবের নিকট হইতে উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া, ভারতেশ্বরী সাহ্লাদে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে, মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী কেশবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া ভারতেশ্বরী নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের সহিত কেশব, মহারাণীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি, প্রিন্স আলবার্টের বাল্য-

সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া স্বহস্তে নিজের ও প্রিয়পতি প্রিন্স এলবার্টের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইল, ইংলণ্ডবাসীগণ পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে বিদায় দিলেন; তিনি সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসী অনেকেই প্রায় ভারতবাসীদিগকে জুলু ও বোরদিগের ন্যায় অসভ্য মনে করিতেন, কেশবকে দেখিয়া ও তাঁহার মনোহর ও হৃদয়োত্তেজক বক্তৃতামালা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের সে অজ্ঞানভাব অন্তর্হিত হইল—জন্‌ব্রাইট্, হেনেরি ফসেট্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতের হিতব্রতে দীক্ষিত হইলেন। আমাদিগের বিবেচনায় কেশবের বিলাতে যাত্রা ও তথায় বাস ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মঙ্গলময় ঘটনা।

কেশব ভারতে আসিয়াই ব্রাহ্মপরিবারবর্গের অবস্থিতির জন্য "ভারত আশ্রম" সংস্থাপন করিলেন। এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র "সুলভ সমাচার" প্রকাশিত করিলেন—দোকানি, পসারি সকলেই সুলভপাঠে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদ সকল অবগত হইতে লাগিল। এই সময়েই "ভারতসংস্কারক সভার"ণ ভিত্তি পত্তন করিলেন এবং "ফিমেল নর্ম্যালস্কুল" ও তাহার সহিত একটী বালিকাবিদ্যালয়ও সংস্থাপন করিলেন।

কারের ইতিহাস এবং মহারাণীর স্বপ্রণীত "হাইল্যাণ্ড জারনালস্" নামক পুস্তকদ্বয় উপহার প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে তিনি লণ্ডন, নটিংহাম, লিবারপুল, এডিন্‌বার্গ, গ্লাস্‌গো প্রভৃতি অনেক স্থানে আপনার অলৌকিক বাগ্মীতার পরিচয় দেন।

ণ "ভারত সংস্কারক সভা"—হিন্দু, মুসলমান, পারসি এবং ইংরাজ সভ্যমণ্ডলীতে গঠিত। ঐ সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত:—

পরে "ব্যাণ্ড্ অফ হোপ্" বা আশালতা নামে মদ্যপান নিবারিণী একটী সভাও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে খোলা হয়।

ক্রমে ক্রমে কেশবের সমাজের নব্যযুবকবৃন্দ পাশ্চাত্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কেশব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষগণ যে যে নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উৎকর্ষ সাধন করা, তাঁহাদিগের ক্ষমতায়ত্ত নহে। ১৮৭২ সালে তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তঃপুরচারিণী রমণীবৃন্দকে পর্দ্দার বাহিরে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন—কেশব অসম্মত হইলেন—কেশব ইউরোপীয় স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রথার একান্ত বিপক্ষ ছিলেন। উত্তরোত্তর কলহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৭৩ সালে কেশবের কন্যার সহিত কুচবেহারের মহারাজের বিবাহ হইল। বিবাহকালে কন্যার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ মাত্র এবং মহারাজের সপ্তদশ মাত্র ছিল, এই বিবাহ লইয়া যুবকবৃন্দ কলহের বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, যে কেশব বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করিতে এতদূর সযত্ন, তিনি স্বয়ংই তাহার উৎসাহ দিতেছেন! তাঁহারা যথাসাধ্য এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই, বলা বাহুল্য। বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া কেশব কুচবিহার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বেদীচ্যুত করিয়াছেন! তিনি পুলিষের সাহায্যে তাঁহাদিগকে মন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

---

(১) নারীজাতির উন্নতি (২) বিদ্যার্থশিক্ষা (৩) সুলভমূল্যের সাহিত্য (৪) মদ্যপান নিবারণ (৫) দান।

মহিমার্ণব প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের ভারতে শুভাগমন স্মরণার্থে তিনি "আলবর্ট হল" স্থাপন ও পরে "ক্যালকাটা স্কুলকে" কালেজে পরিণত করেন। নারীদিগের জন্য "ভিক্টোরিয়া কলেজ" প্রতিষ্ঠিত করেন; "নিউডিস্পেনসেসন" বা "নববিধান" নামক এক ইংরাজি পত্র প্রচারিত করিয়া স্বয়ং তাহার সম্পাদকীয় ভার লয়েন। একটী নাট্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং তাহার একজন অভিনেতা হয়েন এবং নিজকৃত প্রেমভক্তি বিজড়িত "নববৃন্দাবন" নাটকের পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করেন এবং বাল্যকালের ন্যায় পুনরায় যাদুকর সাজিয়া রঙ্গালয়ে দর্শন দেন। এই সময়ের কিয়ৎকাল পরে তিনি "যোগফিলজফি" ও "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন।

১৮৮৩ সাল হইতে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি রমণীয় সিমলা শিখরে যাইলেন। কিন্তু মৃত্যুর ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইল—তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন—কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকমাত্রেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে সফলপ্রযত্ন হইতে পারিলেন না! প্রিয়পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য জগৎপতির ইচ্ছা হইল! ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি বেলা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটের সময় শোকবিহ্বল প্রিয় পরিবারবর্গ, শিষ্য ও সহচরগণকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশব জগতের লীলা শেষ করিলেন! ভারত প্রিয়পুত্র শোকে কাঁদিল!

তিনি চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র করুণা বাবু, এখনও কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন নাই, অপর তিনটি পুত্র আলবাট কালেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যা কুচবেহারের মহারাণী হইয়াছেন এবং মধ্যম কন্যার কুচবেহারের মহারাজার ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কুমার গজেন্দ্র-নারায়ণের সহিত বিবাহ হইয়াছে। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডের সাইরেন্‌সেষ্টার কলেজে কৃষিবিদ্যায় উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। আর কেশবের সেই স্নেহময়ী জননী—যাঁহার প্রতি তিনি জীবদ্দশায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ভক্তিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী,—যিনি কি বিপদে, কি সম্পদে, দেবকন্যার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বিরাজিতা থাকিতেন—তাঁহারা তাঁহার বিয়োগ-শোকে ম্রিয়মানা হইয়া রহিয়াছেন।

কমলকুটীরের দেবালয়ের সম্মুখে কেশবচন্দ্রের একটি সমাধি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভের মধ্যে কেশব-চন্দ্রের দেহের ভস্ম ও অস্থি আছে। তাঁহার ভস্ম ও অস্থি প্রথমে এক রৌপ্যপাত্রে রাখা হয়; পরে সেই রৌপ্যপাত্র, এক শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত আধারের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত একখানি পিত্তলের ফলকে খোদিত কেশবচন্দ্রের ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় নাম এবং তাঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজি "যোগফিলজফি" নামক গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভটী অতীব সুদৃশ্য। তাহার ভিত্তি ইষ্টকনির্ম্মিত, ভিত্তির উপরিভাগে লালপ্রস্তর নির্ম্মিত চতুষ্কোণ গঠন, তাহার উপরিভাগ সমস্ত ইটালিদেশীয় বহুমূল্য প্রস্তরে গঠিত। মধ্যে

যে বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর, তাহার পশ্চিমদিকে ইংরাজিভাষায়, পূর্ব্বে পারস্যভাষায়, উত্তরদিকে সংস্কৃত ভাষায় এবং দক্ষিণে বাঙ্গালাভাষায় লেখা আছে।

সংস্কৃতভাষায়, দেবনাগর অক্ষরে লেখা :—

"শ্বসিতমিব পরেশানন্দ উদ্যন্ততো যৎ
প্রবহতি জনচিত্তে কেশবঃ সিদ্ধনামা।
খরসজলধিশীতাং শৌ চ শাকেঽত্র মার্গে
বিশিখমিতদিনে দ্যোরাগমচ্চন্দ্রশোভী॥
রত্নদাম স বিধায় বিধানৈঃ
সূত্রতাং স্বয়মুপেত্য কৃতার্থঃ।
স্বর্গতেঽক্ষভুজসক্তসহস্যে
বাণরন্ধ্র হরিদিন্দুগশাকে॥" *

---

*। "ঈশ্বরের আনন্দ ইহাঁ হইতে উত্থিত হইয়া লোক সকলের চিত্তে প্রবাহিত হয়, এ জন্য চন্দ্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট অথচ চন্দ্রযুক্ত কেশব * এই নাম প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৬০ শকের ৫ অগ্রহায়ণ স্বর্গ হইতে আগমন করেন অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করেন।

বিধানসমূহযোগে রত্নস্তম্ভ নির্ম্মাণ করত স্বয়ং উহার সূত্র হইয়া স্বকার্য্য সাধনান্তর ১৮০৫ শকের ২৫ পৌষ স্বর্গে গমন করেন।"— সুলভ সমাচার হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গলাভাষায় লেখা :——

"শ্রীনববিধান।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

জন্ম—সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৬০ শক।

স্বর্গারোহণ—মঙ্গলবার ২৫ পৌষ, ১৮০৫ শক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

চারিদিকের লেখার উপরের প্রস্তরে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা অঙ্কিত। তদুপরি অষ্টকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরোভাগে নববিধানের নিদর্শন, অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্র, তৎপরে বৈষ্ণবদিগের খুন্তি, তৎপরে শৈবদিগের ত্রিশূল, তৎপরে খৃষ্টানদিগের ক্রূশ, সর্ব্বোপরি বৈদান্তিকদিগের ওঁকার। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের একটী সুন্দর প্রতিকৃতি হইতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই পরম মনোহর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণে দেড় সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়াছে।

জীবনী-সংগ্রহ।



৺কৃষ্ণদাস পাল।

কৃষ্ণদাস পাল।

"Be my epitaph writ on my country's mind,
He served his country, and he loved his kind."

"In him Bengal has lost her foremost son, India her brightest ornament, the British Empire its strongest pillar."

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে মহামান্য রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। * তিনি প্রথমতঃ ওরিয়ানট্যাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন; পরে কিয়ৎকাল রেভারেণ্ড মরগ্যান সাহেবের শিক্ষাধীনে থাকেন। তদনন্তর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুমেট্রাপলিট্যান" কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্যাপটেন্ ডি. এল. রিচার্ডসন, ক্যাপটেন্ এফ. পামার, ক্যাপটেন্ হ্যারিস, উইলিয়াম কারক্ প্যাট্রিক, উইলিয়াম মাষ্টারস্, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়, সুযোগ্য, সুবিখ্যাত, অধ্যাপক মহো-

* কেহ কেহ বলেন, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কাঁসারি পাড়ার পালবংশ বনিয়াদি। ইহাঁরা জাতিতে তিলি। এক সময়ে তুলার ব্যবসায়ে এই বংশীয় কোন ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েন। কালসহকারে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় এই বংশ পুনরায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়। কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল পুত্রশোকে মৃতপ্রায় ছিলেন, বিগত ২২শে ভাদ্র তাঁহারও কাল হইয়াছে।

দয়গণের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন।

তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজি প্রত্যাহিক সংবাদ-পত্রে এবং সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি "মর্ণিং-ক্রণিকল" "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্‌সার" "সিটিজেন্" "ফিনিক্স" "হরকরা" "হিন্দুপেট্রিয়ট" "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রে নিয়মিতরূপে এবং "ইংলিসম্যানে" সময়ে সময়ে লিখিতেন এবং কাণপুর হইতে "সেণ্ট্রালষ্টার" নামে যে একখানি উৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হইত, "বুবার্ড" নাম ধারণ করিয়া তিনি তাহার কলিকাতার সংবাদদাতা হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ মৃত মহাত্মা কাশীপ্রসাদ ঘোষ "হিন্দুইণ্টেলিজেন্সার" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে লর্ড ক্যানিং উহার প্রচার বন্ধ করেন। এই পত্র লুপ্ত হইলে কৃষ্ণদাস পেট্রিয়টের লেখক-শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং উহাতে "সিপাহিবিদ্রোহ" সম্বন্ধীয় কতি-পয় অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। যখন পেট্রিয়টে তিনি প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ২৪ পরগণার জজ আদালতের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তত্রত্য তদানীন্তন জজ ল্যানট্রির সাহেব তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, এজন্য তাঁহাকে উক্ত কার্য্য অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিতে হয়। কার্য্যত্যাগের অনতিকাল পরেই পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাসের লিপিপটুতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্‌সভার এসিষ্টাণ্ট সেক্রে-টারি অর্থাৎ সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করেন। এই পদ প্রাপ্ত বিষয়ে কৃষ্ণদাস হরচন্দ্র

বাবুর নিকটও বিশেষ ঋণী। যে সময়ে কৃষ্ণদাস উক্ত সভার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার প্রেসিডেণ্ট, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সভাপতি। কৃষ্ণদাস বাবুর লেখনীপ্রসূত "ইয়ংবেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড্" নামক সন্দর্ভটি কলিকাতার স্মল কজ-কোর্টের তাৎকালিক বিচারক সুপ্রসিদ্ধ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র বাবু কৃষ্ণদাসের প্রধান সহায় ও প্রতিপালক ছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবুর উক্ত সন্দর্ভটি হরচন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গীকৃত এবং জনসাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হয়। তৎপরে তিনি "ইণ্ডিগো কাল্‌টিভেসান" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ এবং ভারতবর্ষবাসীমাত্রেই রাজভক্ত, ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়া "দি মিউটিনিস্ এণ্ড দি পিপল্" নামক একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ রচনা করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে স্বদেশহিতৈষী এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়, নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিলে, মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় 'হিন্দুপেট্রিয়টের' সমস্ত স্বত্বাধিকারী হয়েন এবং উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে হিন্দুপেট্রিয়ট ক্রমে ক্রমে বিলয়োন্মুখ হইতেছিল, কিন্তু রায় বাহাদুর মহোদয়ের সুযোগ্য হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত হওয়াতে, ইহা পুনর্ব্বার নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল এবং নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। অতি প্রিয় "হিন্দুপেট্রিয়ট"র উন্নতির জন্য সুযোগ্য

সম্পাদক মহোদয়ের যত্নের কিম্বা পরিশ্রমের কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি ছিল না; দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যে হিন্দুপেট্রিয়টের ভার তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভার তিনি হস্তান্তর করেন নাই।

অশেষ গুণালঙ্কৃত ভক্তিভাজন মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়, কলিকাতা পুলিশের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব দি পিস্, মিউনিসিপাল কমিসনার, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল লেজিস লেটিভ কাউন্সেলের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি মাসে সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীর দরবারে তিনি রায়-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১৪ই আগষ্টমাসে বেল্‌ভিডিয়ারে, বঙ্গদেশের মহামান্য ছোট লাট সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল :—

"বাবু, বিগত বৎসর হইতে আপনি বঙ্গবাসীদিগের সাধারণ হিতকর বিষয়সমূহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। স্বদেশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের জন্য, উন্নতির জন্য, আপনি একাগ্রতার সহিত, অনন্যমনা ও অনন্যচিত্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার জন্যই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রগণ এতদূর শ্লাঘ্য ও উৎকৃষ্ট আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি লেজিসলেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিসনার এবং নানা বোর্ড ও কমিটির মেম্বর হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত, গৌরবের সহিত কার্য্য করিতেছেন এবং নিরতিশয় সন্তোষের সহিত আপনি যে গবর্ণমেণ্টের নানা মহদুপকার সকল সংসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য

গবর্ণমেণ্ট আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ এবং সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকে "রায়বাহাদুর" পদবী প্রদত্ত হইয়াছে।"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর "সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতা এবং মফস্বলবাসী ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য, নিরহঙ্কারত্ব, সরলতা এবং উদারচরিত্রতার জন্য বিশেষ আদর করিতেন। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের শুভ সাধনের জন্য তিনি সততই প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রত্যেক সাধারণ সভায় তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান ও সহায়তা করিতেন। গুরুতর সম্পাদকীয় ভার শিরে গ্রহণ করিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশ্বাসের ও আদরের পাত্র হয়েন এবং রাজনৈতিক জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি সভ্য জগতে একটি অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; যাহাহউক, তাঁহার সামাজিক বিজ্ঞতাও রাজনৈতিক উৎকর্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই বিশেষ ন্যূন ছিল না। শুদ্ধ বঙ্গদেশের নহে, ভারতের অন্যান্য অংশের সামাজিক বিষয়েরও তিনি অপরিসীম উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

মান্যবর রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর নিজ সৌভাগ্যসোপানের আপনি নির্ম্মাতা এবং কেবলমাত্র পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায় সহায় করিয়া যে মনুষ্যমাত্রেই উন্নতির চরমসীমায় অধিরোহণ করিতে পারেন, তিনি তাহার একটী জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

সুবিখ্যাত জন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব "পিলারস্ অব দি এম্পায়ার" (রাজ্যের স্তম্ভাবলী) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "উত্তর ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে সয়েদ আমেদ খাঁ যে প্রকার সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি অনেক কারণ বিদ্যমান থাকা বশতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে ঠিক সেই প্রকার সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন কাহারও নাই। যাহা হউক একজন মাত্র হিন্দু—যিনি সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশক ও প্রচারক, যাঁহার নাম কিয়ৎকালপূর্ব্বে সাধারণ ইংরাজমাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি জাতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অপার জলধিপার ইংলণ্ডে অদ্বৈতবাদিত্ব প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, যিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত "একমেবা দ্বিতীয়মের" গভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, সেই মহানুভব বাবু কেশবচন্দ্র সেনও—সেই মহামান্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের তুলনায় সামান্য ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" অশেষ গুণালঙ্কৃত মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে হিন্দুদিগের প্রচুর প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের অধিনেতা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন। তাঁহার মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী সহযোগীর ন্যায় তিনিও কেবল মাত্র তাঁহার কার্য্যকুশলতা, দক্ষতা, মহানুভাবতার জন্যই, সমসাময়িক প্রধান ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। সংবাদপত্রের সহায়েই তিনি প্রথমতঃ কীর্ত্তিদেবীর সহিত পরিচিত হয়েন। কেবল তাঁহারই অপরিসীম যত্নে ও অধ্যবসায়ে একণে "হিন্দুপেট্রিয়ট্

ভারতবর্ষের অন্যতম উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছে। সুশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় সকলেই আগ্রহের সহিত হিন্দুপেট্রিয়ট্ পাঠ করিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা কৃষ্ণদাসের সহিত আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্প্‌বেলের, কতকগুলি রাজকীয় বিষয় লইয়া বিসম্বাদ উপস্থিত হয়; এবং প্রেসএক্‌ট্ অর্থাৎ বঙ্গীয় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণকারী আইনের আন্দোলনের সময় তিনি বলেন যে, "বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রসকল অপেক্ষায় বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পাদিত ইংরাজি ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রই অধিকতর রাজবিদ্রোহীভাবে পূর্ণ এবং তন্মধ্যে "হিন্দুপেট্রিয়ট্ই" অগ্রগণ্য!!" বস্তুতঃ হিন্দুপেট্রিয়ট্" অপেক্ষা রাজভক্ত পত্র ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আছে কি না, সন্দেহ। সংক্ষেপতঃ, পাল মহোদয় এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের, জমীদারগণের এবং "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের" উন্নতির জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভারতবাসীগণ আজ পর্য্যন্ত, ইংরাজি সভার অনুকরণে, যতগুলি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অতি ক্ষমতাশালী এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গে সংগঠিত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" ব্যতীত বাঙ্গালীদিগের রাজনৈতিক সভা আর দ্বিতীয় ছিল না। কৃষ্ণদাসের উন্নতির সহিত, উক্ত সভার উন্নতি—কৃষ্ণদাসেরই যত্নে উহার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি—এবং তিনিই উঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বঙ্গমাতা আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রধান প্রধান যশস্বী লেখক এবং বাগ্মী

প্রসব করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই মহাত্মা যে অগ্রগণ্য এবং তিনি যে উন্নতির প্রকৃত সুহৃদ, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল, "মেন্ এণ্ড ইভেণ্টস্ অব মাই টাইমস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে যদি কেহ রাজনৈতিক থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজাম অব হাইদ্রাবাদের সচীবশ্রেষ্ঠ স্যার সালার জঙ্গ এবং কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় বঙ্গের স্যার সালার জঙ্গ।" একি সামান্য শ্লাঘার বিষয়! একি সামান্য গৌরবের বিষয়! পরাধীন জাতি রাজনীতিজ্ঞ হইবে,একথা একরূপ অসম্ভব; বাঙ্গালীগণ বহুকাল পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জাতীয় নৈসর্গিক উৎকৃষ্ট গুণ সকল অন্তর্হিত হইতেছে—এমন সময়েও, ঘোর ঘন ঘটায় সৌদামিনীর প্রভা!! ধন্য বঙ্গভূমি, তুমি যে পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছিলে, তাঁহারই জন্য তোমার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। রাজনৈতিক চাণক্য লিখিয়াছেন, "একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি নচ তারা গণৈ রপি।"

উক্ত মহাত্মার বিবিধ সদ্গুণ, অভিজ্ঞতা, মহানুভাবতা এবং স্বদেশোপকারিতার সম্মানের জন্য, তিনি বঙ্গদেশের মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপকসভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। উক্তসভায় তিনি তাঁহার কার্য্যচতুরতা, বাক্পটুতা এবং ন্যায় তর্কের পারদর্শিতা গুণে বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রতি-পত্তি লাভ করেন। তাঁহাকে এই বহুসম্মানসূচক পদ প্রদানের জন্য, সমগ্র বঙ্গবাসীগণ বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীগণ যৎপরো-নাস্তি আহ্লাদিত হয়েন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা

বঙ্গদেশের লোকেরাই রাজকীয় উচ্চতম কার্য্য সকলে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ। উক্ত কার্য্য সকলে তাঁহাদিগের অদ্বিতীয় যোগ্যতা এবং দক্ষতাই এই আগ্রহাতিশয়ের মূলীভূত কারণ। যাহাতে এতদ্দেশীয়গণ বিশেষ সম্ভ্রমসূচক এবং গুরুতর কার্য্য সকলে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এই পক্ষপাতশূন্য এবং সহৃদয় প্রথা প্রচলিত হইবার জন্য আমাদিগের মান্য সদস্য মহোদয় নিরতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। এই শুভকর নিয়মের প্রতি আমাদের পক্ষপাতবিবর্জ্জিত, ন্যায়বান্ এবং প্রজাবৎসল, গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টিপাত সবিনয়ে নিতান্ত প্রার্থনীয়। কৃষ্ণদাস তেজস্বী, মনস্বী, উদার, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। লোকের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত মনের পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়—দরিদ্রের পুত্র উচ্চপদস্থ হইলেই অহঙ্কারের বশীভূত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণদাস—যে কৃষ্ণদাসের বাটীতে কত শত রাজা, মহারাজা গড়াগড়ি যাইতেন—যে কৃষ্ণদাস স্বাবলম্বন গুণে, নৈসর্গিক প্রতিভাবলে, সৌভাগ্যের চরমসীমায় অধিরোহণ করেন, যে কৃষ্ণদাসকে ছোটলাট, বড়লাট ক্রোড়ে করিয়া নাচিতেন—সেই কৃষ্ণদাসের এতাদৃশী অশ্রুতপূর্ব্ব সৌভাগ্যে ও স্বাভাবিক অমায়িকতার, সরলতার, নিরহঙ্কারিতার কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কৃষ্ণদাসের পিতাও পুত্রের ন্যায় নিরহঙ্কারী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদা কোন কার্য্যবশতঃ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সার ষ্টুয়ার্ট হগ্ কৃষ্ণদাসের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অশ্ব হইতে একলম্ফে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই অশ্বের বল্গা ধরিবার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন—চারিদিকে কাহাকেও

দেখিতে পাইলেন না—দ্বারদেশে মলিনবসন পরিয়া একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলগা ধরিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অবিচলিত-স্বরে অকৃত্রিম সরলতার সহিত বলিলেন, “সাহেব, ইনি আমার পিতা।” সাহেব অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

বিজ্ঞতম, সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় ইংরাজী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজীভাষায় রচনাশক্তি ও বাগ্মীতার জন্য তিনি সকলের নিকট বিশেষ আদৃত ও পরিচিত। আজি কালি অনেকেই ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা ও বক্তৃতাদিও করেন সত্য, কিন্তু প্রায় অনেকেরই ইংরাজী নানা দোষে দূষিত ও ভ্রমপ্রমাদাদিতে কলঙ্কিত। ইংরাজগণ এ প্রকার ইংরাজিকে “বাঙ্গালাভাঙ্গা ইংরাজি” বা “বাবু ইংরাজি” বলিয়া পরিহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাসের ভাষা বিশদ, প্রাঞ্জল এবং বিলক্ষণ ন্যায়সঙ্গত। তাঁহার ভাবের প্রগাঢ়তা এবং রচনার পরিপাটি শুদ্ধির জন্য তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। যশস্বী বাগ্মীদিগের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা সারগর্ভ এবং যুক্তিযুক্ত। অমর কবি সেক্ষপীয়র বলিয়াছেন, “কতকগুলি লোক মহৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কেহ পরিশ্রম করিয়া মহত্ত্ব উপার্জ্জন করেন, কাহারও উপর বা মহত্ত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়।” কৃষ্ণদাস মহৎ হইয়া জন্মান নাই, মহত্ত্ব তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়াও হয় নাই, মহত্ত্ব উপার্জ্জন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার উইলিয়াম গ্রে মহোদয় কৃষ্ণদাসকে একবার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের ইনকম-

ট্যাক্সের এসেসরী পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অপর এক সময়ে নাইট প্রভৃতি সাহেবেরা তাঁহাকে কলিকাতা মিউনিসপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানের (সহকারী সভাপতির) কার্য্য লইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমি এ পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। একটী নগরের কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা সমগ্র দেশের সাধারণহিতকরকার্য্যে জীবনোৎসর্গ করাই আমার বাঞ্ছনীয়।"

কৃষ্ণদাস মিউনিসিপালিটির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। এই যে মিউনিসিপালিটি আজ এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এতদূর কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছে, সে কেবল তাঁহারই অধ্যবসায় প্রভাবে—তাঁহারই উদ্যমশীলতাগুণে। আজি যে ভারতে সায়ত্বশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেও সেই কৃষ্ণদাসের যত্নে ও চেষ্টায়। আজি যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, মিউনিসিপালিটির বর্ত্তমান দুরবস্থার—কমিশনারদিগের শোচনীয় অবস্থার—অবশ্যই প্রতীকার হইত; সায়ত্ব শাসনপ্রণালীর ভবিষ্যত্ আকাশে যে ক্ষুদ্র মেঘ লক্ষিত হইতেছে, তাহা অপসারিত হইত, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়কে শ্রীকৃষ্ণাবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পালবংশাবতংস কৃষ্ণদাস যে বঙ্গভূমির কতদূর উপকার সংসাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে বঙ্গবাসীগণ কি অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি কত শত দীনহীন বন্ধুগণের আজীবন ভরণ পোষ-

নের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

চাকুরীপ্রার্থী শত শত লোক প্রত্যহ তাঁহার নিকটে সম্মিলিত হইতেন এবং অনেককেই প্রায় স্বল্প কালের মধ্যেই স্বস্বাভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইত। যাহাহউক, এক জন ব্যক্তি সকলের উপকার করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ তিনি যখন গুরুতর সম্পাদকীয় ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহাকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে চাটুবাদ পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়কে শিরোধার্য্য করিয়া উচ্চতম বা অধস্তন পদধারী সকলকেই যথার্থ বাক্য বলিতে হইত, সকলেরই দোষ গুণ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইত, তখন তিনি এবম্প্রকার কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহার মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন কি শত্রুর সংখ্যার তালিকার আয়তন স্ফীত করিয়াছেন, তাহা সকলেই প্রতীতি করিতে পারেন। সুতরাং তিনি যে একক সকলেরই মনোরথ সুসিদ্ধ করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাশাগ্রস্ত, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক কাহারও জন্য যে তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, ইহাই যথেষ্ট।

অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সংবাদ পত্রাদির স্তম্ভে লিখিতে ও সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ তাঁহার দ্বাবিংশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে, জোড়াসাঁকোনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহোদয়ের বাটীতে ভারতের হিতচিকীর্ষু মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ সভার ত্রয়োদশ বাৎসরিক অধিবেশনে, শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভা-

পতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং পাল মহোদয়, হেয়ার সাহেবের স্বভাবজ দয়া, পরোপকারিতা, ভারতের হিতসাধনকল্পে একাগ্রতা প্রভৃতির উপর একটী সুদীর্ঘ এবং সুন্দর বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় প্রদান করেন। স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সেলের মন্তব্য-প্রকাশক বক্তৃতাকলাপ দ্বারা এতদ্দেশীয় রাজবিধিসংস্করণ-সম্বন্ধে যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা মনোমধ্যে অনুধ্যান করিলে বঙ্গবাসীগণ অপরিসীম হর্ষ ও কৃতজ্ঞতাসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। ভারতের হিতসাধক শত শত বিষয় তাঁহার আগ্রহে,যত্নে ও পরিণামদর্শিতার বলে বিধিবদ্ধ হয়।

তাঁহার সাধারণ বক্তৃতাবলী যেমন মনোহর,তেমনি হৃদয়োত্তেজক—অসাধারণ তেজস্বিতা ও ওজস্বিতা গুণে বিভূষিত। বক্তৃতার ভাষা যেমন সুন্দর, তেমনি স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারিতে উড়িষ্যাবাসীগণকে দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রপীড়ন হইতে উদ্ধারবাসনায় সাধারণের নিকট হইতে আনুকূল্য প্রার্থনার জন্য, কলিকাতার সেরিফ মহোদয়ের উদ্যোগে টাউনহলে, এক বিরাটসভার অধিবেশন হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ড হইতে লর্ড ক্রেনবরো লিখিয়া পাঠান যে, "ইংলণ্ডের নিকট ভারত এতদুপলক্ষে কোন আনুকূল অপেক্ষা করিতে পারেন না।" এজন্য ভারতের অপরাপর স্থান সকল হইতেই বিপদাপন্ন উৎকলবাসী ভ্রাতৃগণের আনুকূল্য-সংগ্রহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় উক্তসভায় একটী রাজভক্তিপূর্ণ

অতীব সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন; তিনি উপসংহারকালে বলেন যে, "ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কিরীটীদিগের নিকট আবেদন করিলে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই ব্যর্থ হইবে না। যাঁহাদিগের ধারাবাহিক দানশীলতা জগৎ প্রসিদ্ধ, তাঁহারা কখনই ভারতেশ্বরীর পরম প্রিয় প্রজাবৃন্দের, বিশেষতঃ যাহারা তাঁহাদিগেরই ন্যায় পরম পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত, যাহাদিগের ধমনীতে সেই আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে, যাহারা তাঁহা-দিগের সহিত ভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ, তাহাদিগের এই বিষম দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহারা কখনই সহানুভূতি প্রদর্শনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। তাহারা অবশ্যই তাঁহাদিগের রাজকীয় বদান্যতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি (ষ্টেট সেক্রেটারির) অধ্যক্ষের নিকট হইতে তাড়িত বার্ত্তা-যোগে, মহামান্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, আমরা ইংলণ্ডের নিকট অর্থসাহায্য প্রতীক্ষা করিতে পারি না, একথা এস্থলে অদ্য রজনীতে উল্লেখ হইয়াছে। এই সংবাদ আমাদিগের সকলকেই নিতান্ত নিরুৎসাহ ও বিষম দুঃখ-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। বিপদের সময় ভারতকে সাহায্য-দানে ইংলণ্ডের পরাঙ্মুখিতার, এই প্রথম উদাহরণ। অতি অল্প কাল হইল, ইংলণ্ড, কুইবেকের আনুকূল্য করিয়া, নিজ উদা-রতার ও মহান্ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি বিশেষ কারণ না থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের মহত্ত্বের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ভারতের সকরুণ আবেদন ইংলণ্ড কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। যাহা হউক আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশা করি, এই কারণের শীঘ্র নিরাকরণ

হউক এবং আমরা পুনরায় তাঁহার নিরুপাধি দয়া ও মুক্তহস্ততা লাভ করি। কিন্তু লর্ড ক্রেন্‌বরোর সংবাদ আমাদিগকে একটী উচ্চ নীতি শিক্ষা দিতেছে—পরসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, আপনাদিগের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা, আত্মাবলম্বী হওয়া, আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতের শাসনকর্ত্তা ও শাসিত ব্যক্তি, ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয়, রাজা এবং প্রজা, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া ঐকৈক্য হইয়া, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি, 'ভারত পরপ্রত্যাশী নহে—ভারত আপনার উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছে'।"

তদনন্তর ১৮৭০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে, ভীষণ ইন্‌কাম্ ট্যাকস্ রহিত করণার্থে ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিবার জন্য, টাউনহলে, কলিকাতা ও উপনগরবাসী ব্যক্তিবৃন্দের যে মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতেও উক্ত মহাত্মা আপনার হৃদয়োন্মাদী বাগ্মীতার সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন। পরে মহামহিমার্ণব যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইলে, তাঁহাকে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করা হইবে, তাহা স্থিরীকৃত করিবার জন্য ১৮৭৫ সালের ৩১এ জুলাই মাসে কলিকাতাবাসী ব্যক্তিবর্গের প্রকাশ্য সম্মিলনীতে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত চমৎকৃত ও একান্ত আহ্লাদিত হইয়া সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে যেন মূর্ত্তিমান্ রাজভক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার বদননিঃসৃত অমৃতময়ী বাক্যগুলি যেন দানশীলা প্রজাবৎসলা ভারতে-

শ্বরীর এবং যুবরাজের চরণরাজীবে কুসুমাঞ্জলিরূপে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

"ট্রেড্‌স এসোসিয়েসনের" বাৎসরিক ভোজনোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসরেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং ১৮৭৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরেই এক একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা উক্ত সভার সভাপতি এবং সভ্যদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। ১৮৭৭সালে তিনি ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনসম্বন্ধে যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার এবং জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহাতে বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাকার্য্যের মহদুপকার দর্শিয়াছে।

বঙ্গীয় জমিদারদিগের সভা অর্থাৎ "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" পূর্ব্বে "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে" (ভারতবর্ষীয় সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায়) আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ মান্যবর মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে. সি. এস. আইকে নিয়োগ করেন; পরে তাঁহার নিয়োগকাল উত্তীর্ণ হইলে, উক্ত সভা, কৃষ্ণদাস বাবুকে আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ব্বাচন করেন। তদনুসারে তিনি ১৮৮২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে মহিমার্ণব গবর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হয়েন। উক্ত সভার আসন গ্রহণের প্রথম দিবসেই তিনি বলেন যে, "আমি কেবল জমিদারদিগের প্রতিনিধি নহি, দুর্ব্বল প্রজাদিগের ও দুর্ব্বল পক্ষ সমর্থনের জন্য এ সভায় আসিয়াছি।" কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিজ্ঞতম কৃষ্ণদাস ভারতের উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত—

সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বলিতে কি, কৃষ্ণদাস যে বাঙ্গালি ছিলেন, ইহা আমাদিগের একটি জাতীয় গৌরব! কৃষ্ণদাস প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার অক্ষয় সিংহাসন পাতিয়া গিয়াছেন, জীবনান্ত না হইলে—বঙ্গীয় জাতীয় জীবনের শেষ না হইলে, তাহা কস্মিনকালেও স্থানচ্যুত হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের 'ডিমস্থিনিস্' মান্যবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় একবার পূজাদি উপলক্ষে আফিসাদির ছুটি রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের যত্নে এবং আগ্রহে কেরাণী মহোদয়গণ সেবার অব্যাহতি লাভ করেন। পরে ১৮৮২ সালে পুনরায় সেই বিরক্তিকর বিষয়ের আন্দোলন হয় এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজা উপলক্ষে দ্বাদশ দিবস ছুটির আবশ্যক কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি সভা নিয়োগ করেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের অব্যর্থ লেখনী নিরাশ্রয় অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিল এবং নিরতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত পরিচালিত হইতে লাগিল। অবশেষে বঙ্গকুলচূড়া, লেখকপ্রবর কৃষ্ণদাসের অব্যর্থ লেখনীর জয়লাভ হইল—তাঁহার অমোঘ লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইল। হতভাগ্য কেরাণীগণ দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া কায়মনোবাক্যে স্ব স্ব অভীষ্টদেবতাদিগের নিকট পালমহোদয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক মহাত্মা কৃষ্ণদাসের জয়রবে প্রতিধ্বনিত হইল। এ প্রকার লোক ক্ষণজন্মা সন্দেহ নাই; এ প্রকার মহৎ লোক অবনীমণ্ডলে দুর্লভ। ভারত ভূমির চতুর্থ ক্ষমতার প্রধান অধিনেতা

ভূষণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ই কেবল গৌরব-সূচক সি, আই, ই, ('ভারতসাম্রাজ্যের প্রধান সহযোগী') উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এই অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন মহানুভবের হৃদয়-মন্দির পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিমল আলোকে নিরন্তর আলোকিত ছিল।*

তিনি স্বদেশের উপকার সাধনের জন্য, দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থনের জন্য, বিপন্নের উদ্ধারের জন্য, অসহায় প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ, করুণা এবং সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য অহোরাত্র মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লিষ্ট ও অসুস্থতার আবাসভূমি করিয়া তুলেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত দেব-স্বভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণদাস কি সুস্থতায়, কি অসুস্থতায় সকল সময়েই কর্ত্তব্যপালনে ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণদাস পীড়াগ্রস্ত হইলেন। পীড়া ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইল—কৃষ্ণদাস শয্যাশায়ী! স্মিথ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হই-

* এস্থলে কৃষ্ণদাসের ধর্ম্ম ও পরিবারসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন—বাটীতে প্রতি বৎসর সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও অটল ভক্তি ছিল। মৃত্যুকালে ভাগিরথীর পবিত্রবারি তাঁহার মুখে অর্পিত ও সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণদাসের দুই বিবাহ: পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া প্রথম পত্নীর মৃত্যু হইলে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র হইয়াছিল, তাহাও অকালে কালকবলিত হয়; তদবধি আর পুত্রাদি হয় নাই, তিনি এক্ষণে রুগ্না। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এক্ষণেও জীবিতা আছেন।

গেন—বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং কৃষ্ণদাসকে দেখিতে আসিলেন ; নগরের প্রধান প্রধান লোকমাত্রেই তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই বুধবার দুই প্রহরের পর পীড়া বৃদ্ধি পাইল, হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইল, পেট ফুলিতে লাগিল। ডাক্তার স্মিথ বলিলেন, "আর কেন? জীবনের আশা নাই, আমার যত দূর সাধ্য করিয়াছি ; এখন আমার সাধ্যাতীত।" কৃষ্ণদাস দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, বুধবার সমস্ত রাত্রি অজ্ঞান ছিলেন, ২৪শে জুলাই (১৯এ শ্রাবণ ১২৯১) বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্বাস আরম্ভ হইল—বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের সময় সকল ফুরাইয়া গেল! কৃষ্ণদাসের জীবনপ্রদীপ ৪৫ বৎসর জ্বলিয়া চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের সূর্য্য অস্তমিত হইল! সেই প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইল—সেই প্রতিভার প্রতিমা—অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত প্রতিভার প্রতিমা—পড়িয়া রহিল!

বেলা ১২টার পর কৃষ্ণদাসের দেহ প্রাঙ্গণে আনীত হইল—বদনে পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর বারি প্রদত্ত হইল—সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম অঙ্কিত হইল—তুলসীপত্রে দেহ বিভূষিত হইল—চতুর্দ্দিকে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি হইতে লাগিল। খাটের উপর তোবিক্, তদুপরি শব রক্ষিত হইল—সর্ব্বশরীর শালে ঢাকা, মুখ অনাবৃত, চারি দিকে ফুলরাশি। বেলা ৩টার সময় দেহ নিমতলার ঘাটে আনীত হইল—মৃত দেহ দেখিবার জন্য শত শত লোক আসিতে লাগিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাক্তার কানাইলাল দে,

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজেন্দ্র-নাথ দত্ত, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হারিসন্ সাহেব, টরণবুল, কিম্বার প্রভৃতি মহাত্মাগণ সমবেত হইলেন। দীন-দুঃখীদিগকে চাউল, ডাইল ইত্যাদি বিতরিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের অধরে নিমতলাস্থিত আনন্দময়ীর চরণামৃত অর্পিত হইল—চারিদিকে পুনরায় মধুর হরিনাম উচ্চারিত হইল—বেলা পাঁচটার সময় চন্দনকাষ্ঠের চিতায় শায়িত হইয়া ভারতের প্রধান রাজনীতিজ্ঞের দেহ পুড়িয়া ভস্ম হইল!!

সম্পূর্ণ।